THE

SUBDA KIRONABOLEE

IN BENGALI.

PART I.

BY

KRISHNO CHURN TARKALANKAR,

Pundit of Burisal Government School.

ব্যাকরণ।

শব্দকিরণাবলী।

প্রথম ভাগ।

বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত

শ্রীকৃষ্ণচরণ তর্কলঙ্কার কর্ত্তৃক

প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE 'SUCHARU PRESS' BY LALLCHAND BISWAS & CO., NO. 13, BAHIR MIRZAPORE.

১২৬৭।—1860.

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরো

জয়তাম।

মহিমা সাগরবর বিদ্যোৎসাহ তৎপর
শ্রীযুক্ত এইচ, উড্রো, এম, এ, পূর্ব্ব
বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমূহের ইনিস্পেক্টর
মহাশয় মহোদয়ে।

সমূহ সম্মানাতিশয় সহযোগে নিবেদন সন্ত।

পরন্তু আমারদিগের বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন সংস্কৃত ধাতু নির্ম্মিত নব নব শব্দ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে ভাসমান হওনের যে প্রকার সুলক্ষণ ও সুসঙ্গতি দেখা যাইতেছে, এবং অভিনব গ্রন্থ প্রণেতা মহাশয়েরা ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে মূল সংস্কৃত ধাতু হইতে নবীন নবীন পদ সকল সঙ্কলন পূর্ব্বক মাতৃ-ভাষার অভাব দূর করণে যদ্রূপ উৎসাহী ও অনুরাগী হইয়াছেন, এবং ক্রমশই হইতেছেন, তাঁহাতে বিলক্ষণ রূপে অনুভব হইতেছে যে, অচির কালের মধ্যেই ইহার পূর্ণাবস্থা প্রা[illegible]শের ও তদ্দ্বারা

কোন ভাব প্রকটন করণের আর অপেক্ষা থাকিবেক না। আমি এই সাহসে সহসা সাহসী হইয়া "ধাতু কিরণাবলী" নামধেয় এই পুস্তক পাটশালা সমূহের ব্যবহারার্থে প্রচার করণে প্রয়াস যুক্ত হইয়াছি। ইহার প্রকৃতি প্রেত্যয়ের প্রতি প্রণিহিতমনাঃ ছাত্রবৃন্দ মূল সংস্কৃত ধাতু হইতে বিবিধ প্রত্যয় প্রয়োগে নূতন নূতন নানা শব্দ-রচনা-জ্ঞান-চাতুরী ও পদ মাধুরী জ্ঞাত হইয়া ভাষার উন্নতি সম্পাদনে কৃত কর্ম্মা হইতে পারিবেক। বাঙ্গালা ভাষা অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই, এমত কতকগুলি শব্দ, সূত্র সাধ্যসাধনার অনুরোধে প্রয়োগ করিতে হইল, কিন্তু যে পরিমাণে দিন দিন নবীন নবীন শব্দ সকল সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাতে ঐ সমস্ত সূত্র সংসাধিত পদাবলি, ভবিষ্যতে ভাষা ভাণ্ডারে বিনিহিত হওন সম্ভাবনার অসম্ভাবনা বোধে তাহা এককালে পরিত্যাগ করিতে পারা গেল না।

আপনি এই পূর্ব্ব বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্ব বিধান কর্য্যের গুরু ভার গ্রহণ করতঃ

এতদঞ্চলীয় বিদ্যা বিমুখ জন নিকরের মানস ক্ষেত্রে বিদ্যা, জ্ঞান, সভ্যতা এবং সুনীতির সদ্বীজ বপন করিয়া কায়িক বাচিক ও মানসিক অধ্যবসায় সহযোগে যেরূপ প্রভূত যত্নবারি সিঞ্চন করিতেছেন তৎকরণক মহাশয়ের মনোগত আশা তরু অঙ্কুরিত ও শাখা পল্লবিত হইয়া অতি সঙ্ক্ষেপ সময়ের মধ্যেই অপূর্ব্ব প্রসূন প্রসব করতঃ সৌরভে দশ দিগ আমোদিত করিয়াছে, সুতরাং সহজেই অব্যাজে দেশোপকার রূপ অমৃত ময় ফলে ফলিত হইয়া আপনার শ্রম সাফল্য সাফল্যকরিবেক তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

গ্রন্থ প্রণেতা মহাশয়েরা, আপনারদিগের গ্রন্থ, যত ক্ষুদ্র বাবৃহৎ হউক, কোন সম্ভ্রমশালী দেশহিতৈষী ব্যক্তির নামানুগৃহীত করিয়া জন সমাজে প্রকটিত করিয়া থাকেন, পূর্ব্বাবধি এই মহতী রীতি বলবতী রূপে প্রচলিত থাকাতে আমিও সেই পুরাতন নিয়মের অনুগামী হইয়া আপনার নামাক্ষর সংযোজন পূর্ব্বক আমার এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে

সাহসী হইলাম। ইহাতে যদি আমি অনু-
যোগ ভাজন হই, তথাচ ভরসা আছে মহা-
শয়ের মহানুভাব স্বভাব ও গুণ গরিমা আমার
পক্ষে বিশেষ সহায়তা ও সপক্ষতা করিবেক,
ইহাতে সংশয় বিরহ। অলমতি বিস্তরেণ ইতি।

আপনার একান্ত বশম্বদ দস্য।

বরিশাল — শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মণঃ।

আগষ্ট ১৮৬০। বরিশালস্থ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের
প্রধান পণ্ডিত।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায়ই হউক, কি ভাষান্তরেই হউক, ইদানীং ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষি জনগণের, বিশেষ্য বিশেষণ, সন্ধি সমাস কারকাদি সম্যক অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে. পরন্তু বিশেষ্য ও বিশেষনাদি সুচারু রূপে অবগত হওয়া প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিভাগে শব্দ জ্ঞান ব্যতীত হয় না, সে জ্ঞানও সংস্কৃত জ্ঞান সাপেক্ষ, কারণ, বঙ্গভাষায় প্রচলিত অনেক শব্দ লিঙ্গ ও প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন কিন্তু অধিকাংশ বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দই, সংস্কৃত ধাতু এবং প্রত্যয় যোগে ব্যুৎপন্ন, সুতরাং সেই প্রত্যয়াদি, প্রকৃত্যুত্তর কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বোধ না হইলে, সমাস এবং কারকাদিরও সুন্দর রূপে বোধ হয় না, কারণ বঙ্গভাষায় প্রচলিত সমাস অবিকল সংস্কৃত, সুতরাং সমাস বোধ, লুপ্ত বিভক্তি জ্ঞান সাপেক্ষ, সেই বিভক্তি জ্ঞান প্রায় প্রত্যয় জ্ঞান

ব্যতীত সুচারু রূপে, হয় না, যেহেতু, প্রত্যয়ের বাহুল্যতানুসারে কর্ত্রাদি কারকে, তৃতীয়াদি বিভক্তির বিধান হইয়াছে যেমন, ভক্তুক্ত, ও কুক্ষিগত, এই সমস্তবাক্যদ্বয়ে তৎপদোত্তর তৃতীয়া, এবং কুক্ষিপদোত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির অনুমান, কর্ত্তৃ ও কর্ম্মবোধক ক্ত প্রত্যয় জ্ঞান সাপেক্ষ। এবং ভাষান্তর হইতে, অনুবাদ বিষয়ে কৃদন্ত শব্দ যদ্রূপ উপকারী হয় বোধ করি তদ্রূপ উপকারী আর কোন শব্দ হয় না, সে যাহা হউক সচরাচর সাধু ভাষায় বাক্য প্রয়োগ বিষয়েও ক্ত প্রত্যয়াদি শব্দ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক, অতএব, আমি সংস্কৃত হইতে এই শব্দ কিরণাবলী নামক পুস্তক, অনুবাদ করিলাম, যদিও প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিভাগে শব্দ জ্ঞান বালক বৃন্দের পক্ষে, নিতান্ত সহজ ব্যাপার না হউক, তথাপি সাধ্যানুসারে সহজে অনুবাদ করিতে ত্রুটি করিনাই, পরন্তু এই অনুবাদ সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে সংস্কৃতের অনেকাংশ বঙ্গভাষায় প্রচলিত না থাকা প্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে. এই শব্দ কিরণাবলী. তিন ভাগে, প্রকাশিত হইবে. প্রথম-

ভাগে, ধাতু ও প্রত্যয়যোগে, লিঙ্গ ও প্রত্যয় যোগে শব্দ সাধনোপায়, এবং বাচ্যত্বাদি, দ্বিতীয় ভাগে শব্দ সাধনোপায় ও স্ত্রীত্বাদি, তৃতীয় ভাগে, সমাস কারকাদি, ও যত্বণত্বাদি, যথা নিয়মে বিবৃত হইবে। অধুনা বিদ্যোৎসাহি গুণগ্রাহি গুণিগণ সমীপে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যদি আমার এই অভিনব গ্রন্থে, ব্যাকরণাদি বিরুদ্ধ কোন ভ্রমাদিও দৃষ্ট হয়, তথাপি নূতন অনুবাদক বোধে, অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া আমার প্রযত্ন সাফল্য বিষয়ে যত্নবান হইলে, আমি পরম কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থম্মন্যতা বোধে ক্রমশঃ উৎসাহিতা লাভ করিব।

শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মা।
তর্কালঙ্কার।

ব্যাকরণ।

পরিভাষা।

যদিও এই শব্দকিরণাবলীর প্রথম ভাগে কৃদন্ত শব্দ বিবরণ করাই আমার মুখ্য অভিপ্রায়, তথাপি ধাতুত্তর প্রত্যয় যোগ করিলেই যে কৃদন্ত শব্দ নির্ম্মিত হয় এমত নহে, পরন্তু ধাত্ববয়বাদির বিনিময়াদি দ্বারাই প্রায় কৃদন্ত শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়, এবং সকল ধাতূত্তরই যে সকল প্রত্যয় হয় এমতও নহে, অতএব সে সমস্ত সবিশেষ অবগত হওয়া ধাতু ও প্রত্যয়ের অনুবন্ধাদি বোধ ব্যতিরেকে প্রায় হয় না, সুতরাং ধাতু ও প্রত্যয় জ্ঞানের পরই, অনুবন্ধাদি জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াউঠে, অতএব তৎ সমুদায় যথা নিয়মে বন্যস্ত করিয়া প্রত্যয় বিধায়ক সূত্র সকল সঙ্কলিত হইল, তৎপরে গণপরিপঠিত

কতিপয় ধাতু, ধাতু, অর্থ, ভাববাচক পদ, ও অনুবন্ধ, এই নিয়মে সঙ্কলন করা গেল, এই পুস্তকে কৃতবিদ্যবালক নিবহের পক্ষে ধাতু ও প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত শব্দ নির্ম্মাণ করা অতি সহজ বিবেচনায় কেবল ভাববাচক পদ মাত্র বিন্যস্ত করা গেল ইতি।

ধাতু।

শব্দ প্রকৃতি অথবা ক্রিয়া বাচক বর্ণাবলীর নাম ধাতু। ধাতু দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ, ভূ প্রভৃতি গণপরিপঠিত ধাতুকে মুখ্য, তদ্ভিন্ন সমুদায়কে গৌণধাতু বলি, গৌণধাতু, প্রত্যয়ান্ত ও নাম ধাতু ভেদেতে দুই প্রকার, যে মুখ্য-ধাতু, কোন প্রত্যয় যোগে বিকৃত হইয়া পুন-র্ব্বার ধাতুত্ব অবগাহন করে, তাহাকে প্রত্যয়ান্ত ধাতু বলি, যথা, সনন্ত, যঙন্ত, ইত্যাদি.—এবং নাম ও প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন ধাতুকে নামধাতু বলি যথা—পুত্র+য়িন—পুত্রীয় ইত্যাদি।

প্রত্যয়।

নাম ও ধাতুত্তর ক্রিয়মাণ সার্থক শব্দের নাম প্রত্যয়। বঙ্গভাষায় চলিত প্রত্যয় দ্বিবিধ

তদ্ধিত, এবং কৃৎ প্রত্যয়, যে সমস্ত প্রত্যয় প্রাতিপদিকোত্তর ক্রিয়মাণ, সেই গুলিকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলি তৎপ্রকরণ এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে বিবৃত হইবে। ধাতূত্তর ক্রিয়মাণকে কৃৎ প্রত্যয় বলি, পরন্তু আমরা এই ভাগে সেই কৃৎ প্রত্যয়েরই সবিশেষ বিবরণ করিব, প্রায় সকল ধাতু এবং সকল প্রত্যয়েরই অনুবন্ধ (কোন বিশেষ কার্য্য নিমিত্ত, কোন উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ) আছে যেমন ক্ত প্রত্যয়ের, ক, অনুবন্ধ হইয়া অবশিষ্ট ত মাত্র থাকে, সেইরূপ যে প্রত্যয়ের যে বর্ণ অনুবন্ধ তাহা বিদিতার্থে, প্রত্যয়াবলীর নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে নিয়ম করা গেল।

প্রত্যয়	অনুবন্ধ	অবশিষ্ট
ণক	ণ	অক
তৃন	ন	তৃ
অচ্	চ	অ
ণিন	ণ	ইন
অন	ণ	অ
ক	ক্	অ
ড	ড্	অ

খি	খ	ই
ট	ট্	অ
টক্	ট্ক্	অ
খশ্	খ্শ্	অ
খিষ্ণু	খ্	ইষ্ণু
খুকঞ	খঞ	উক
বিণ	ণ	বি
সক	ক	স
ক্বিপ	কপ	।ব
ইষ্ণুচ	চ	ইষ্ণু
স্নুক	ক	স্নু
ক্নু	ক	নু
ঞুক	ঞ	উক
কুর	ক	উর
ঘুর	ঘ	উর
ক্নজ	ক	নজ
ডু	ড্	উ
ক্রু	ক	রু
ক্লুক	ক	লুক
ক্ত	ক	ত

ক্তি	ক্ত	তি
ক্যপ	ক্ষপ্	য
ঘ্যণ	ঘ্ণ	য
ঘঞ	ঘ্ঞ্	অ
অংন	ণ্	অ
অনট	ট	অন
নঙ	ঙ	ম
কি	ক্	ই
শ	শ্	অ
ঙ	ঙ্	অ
অঙ	ঙ্	অ
মন	ন্	ম
যঙ	ঙ্	য
ইন	ন	ই
শান	শ	আন

শব্দকিরণাবলী।

[প্রত্যয়ের অনুবন্ধাদি ফল।]

---

১ সূত্র। যে প্রত্যয়ের ক, অথবা ঙ অনুবন্ধ হয় তাহার নাম অগুণী প্রত্যয়, অর্থাৎ অগুণী প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর গুণ হয় না। কৃ+ক্ত=কৃত। নী+ক্ত=নীত। স্পৃহ+ঙ=স্পৃহা। গুহ+ঙ=গুহা। ইত্যাদি।

২। স্বরাদি অগুণী প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকারান্ত ধাতুর আলোপ হয়। জ্ঞা+ক=জ্ঞ, ধন—দা+ক=ধনদ, নৃ—পা+ক=নৃপ ইত্যাদি।

৩। অগুণ ধুট প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী তনু প্রভৃতি মনু বোধন পর্য্যন্ত গণপরিপঠিত ধাতুর,

প্রতিবি ন্ধেট ধাতু, এবং বম ধাতুর পঞ্চম লোপ হয় তদ্ভিন্ন পঞ্চমান্ত ধাতুর উপধা দীর্ঘ এবং ম স্থানে ন হয়। য, র, ল, ব, এবং পঞ্চম বর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনের নাম ধুট, এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণের নাম উপধা। তন+ক্ত=তত, মন+ক্ত=মত, হন+ক্ত=হত, শম+ক্ত=শান্ত, ভ্রম+ক্ত=ভ্রান্ত।

৪। অগুণ ধুট প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী খন, সন, জনধাতুর পঞ্চম, আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। খন+ক্ত=খাত, সন+ক্ত=সাত জন+ক্ত=জাত।

৫। দো, শো, মা, স্থা, এবং ছাধাতুর স্বর, ইকারে পরিবর্ত্তিত হয় তকারাদি অগুণ প্রত্যয় পরে থাকিলে। দো+ক্ত=দিত, শো+ক্ত=শিত, মা+ক্ত=মিত; স্থা+ক্ত=স্থিত, ছা+ক্ত=ছিত।

৬। তকারাদি অগুণ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দা, ধা, এবং অদধাতু স্থানে ক্রমেতে, দত্, হি, এবং জগ্ধ হয়। পরন্ত জগ্ধের পরবর্ত্তী

তকারের লোপ হয়। দা × ক্ত = দত্ত, ধা + ক্ত = হিত, অদ + ক্ত = জগ্ধ।

৭। অগুণী ভিন্ন সাধারণ প্রত্যয়ের নাম গুণী, অর্থাৎ গুণী প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর ইবর্ণ, উবর্ণ, ও ঋবর্ণের ক্রমেতে এ, ও, এবং অর দ্বারা পরিবর্ত্তনকে গুণ, এবং ঐ, ঔ, আর দ্বারা পরিবর্ত্তনকে বৃদ্ধি বলি। কৃ + তব্য = কর্ত্তব্য, নী + তব্য = নেতব্য, কৃ + ণক = কারক, নী + ণক = নায়ক।

৮। যে গুণী প্রত্যয়ের ঞ, ণ, অনুবন্ধ হয়, এমত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী নাম্যন্ত ধাতুর বৃদ্ধি, এবং লঘূপধ ধাতুর গুণ হয়। অবর্ণ ভিন্ন সাধারণ স্বরের নাম নামী ভূ + ঞুক = ভাবুক, ছিদ + ণক = ছেদক, ইত্যাদি,—

৯। ঞণানুবন্ধ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকারান্ত ধাতুর পর, য়, এবং জন প্রভৃতি কতিপয় ধাতু ভিন্ন উপান্ত অ, আ হয়।

দা+ণক=দায়ক, দা+ঘঞ=দায়, বদ+ণক=বাদক, জন+ণক=জনক।

১০। ঞণানুবন্ধ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হন এবং অদধাতু স্থানে ক্রমেতে, ঘত্ ও ঘস্ হয়। হন+ঘঞ=ঘাত, হন+ণক=ঘাতক অদ+ঘঞ=ঘাস।

১১। ডানুবন্ধ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর অন্ত্য স্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। পঙ্ক—জন+ড=পঙ্কজ, ভুজ—গম+ড=ভুজগ প্র—ভু+ডু=প্রভু ইত্যাদি।

১২। হ্রস্বের পরবর্ত্তী এবং পানুবন্ধ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ত হয়। জি×ক্বিপ=জিৎ, আ—দৃ×ক্যপ=আদৃত্য, স্তু+ক্যপ=স্তুত্য, ইত্যাদি।

১৩। খানুবন্ধ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং হ্রস্বের পরবর্ত্তী ম হয় এবং দীর্ঘ থাকিলে হ্রস্ব হয়, পরন্তু এক স্বর বিশিষ্ট নামান্ত শব্দের সংস্কৃত অম্ বিভক্তিবৎ সমুদায় কার্য্য হয়। প্রিয়—বদ+খশ=প্রিয়ম্বদ,

নাড়ী—ধ্মা+খশ=নাড়িন্ধম, গো-
মন+খশ=গাম্মনা* ইত্যাদি।

১৪। ধুট এবং ঘানুবন্ধ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চ ও জ স্থানে ক্রমেতে ক, ও গ হয়।† পচ+তৃন=পক্তা পচ+ঘঞ=পাক, রন্জ+ঘঞ=রাগ।

১৫। টানুবন্ধ প্রত্যয়ান্ত ধাতু নিষ্পন্ন শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। বন—চর+ট=বনচরী অর্থ+কৃ+ট=অর্থকরী ইত্যাদি।

১৬। প্রত্যয়স্থ বির লোপ হয়। জি+ক্বিপ=জিত্, ভজ+বিণ=ভাক্—ইত্যাদি।

১৭। শানুবন্ধ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর সংস্কৃত সার্ব্বধাতুকবৎ কার্য্য হয়। বিধু+তুদ+খশ=বিধুন্তুদ, উৎ+‡ দৃশ+শ=উৎপশ্য ইত্যাদি। সার্ব্বধাতুকবৎ কার্য্য

* সংস্কৃতে গো শব্দ অন্ত করিলে গাং হয়।

† প্রায় তকারাদি প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী গকার ককারে পরিবর্ত্তিত হয়।

‡ তুদ ধাতুর সার্ব্বধাতুবৎ কার্য্য গুণাভাব এবং উত পূর্ব্বক দৃশধাতুর পশ্যাদেশ।

সকল প্রত্যয় প্রকরণে আবশ্যকমতে বিবরণ্ করা যাইবেক।

১৮। ধান্ত, ভান্ত, ও দাদিহান্ত ধাতুর পরবর্ত্তী তকার ধকারে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং পূর্ব্ব-বর্ত্তী ধ, ভ, ও হকার ক্রমেতে, দ, ব, এবং গকারে পরিবর্ত্তিত হয়। সিধ+ক্ত=সিদ্ধ, লভ+ক্ত=লব্ধ, দুহ+ক্ত=দুগ্ধ ইত্যাদি।

১৯। দাদি ভিন্ন হান্ত ধাতুর উপধা দীর্ঘ এবং সহকার ত স্থানে ঢ হয়। মুহ+ক্ত=মূঢ়, আ—রুহ+ক্ত—আরূঢ় ইত্যাদি।

২০। তকারের পূর্ব্ববর্ত্তী তালব্য শকারান্ত প্রায় অনিটধাতু এবং সৃজ, মৃজইত্যাদি কতি-পয় ধাতুর অন্ত্যবর্ণ ষকারে পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তকার টকারে পরিবর্ত্তিত হয়। স্পৃশ+ক্ত=স্পৃষ্ট, সৃজ+ক্ত=সৃষ্ট, মৃজ +ক্ত=মৃষ্ট ইত্যাদি।

২১। ধুট্ প্রত্যয়, এবং পঞ্চমের পূর্ব্ববর্ত্তী ছ, ও র্ব, ক্রমেতে শ এবং উকারে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রচ্ছ+ন=প্রশ্ন-দিব+ক্ত=দ্যূত।

২২। অতুণ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রহ, স্বপ, বপ, প্রছ, যজ বচ ইত্যাদি কতিপয় ধাতু সম্বন্ধে সংপ্রশারণ, অর্থাৎ র, ব, য, স্থানে ক্রমেতে ঋ, উ, ই হয়। গ্রহ+ক্ত=গৃহীত স্বপ+ক্ত=সুপ্ত, বপ+ক্ত=উপ্ত, প্রছ+ক্ত=পৃষ্ট, যজ+ক্ত=ইষ্ট।

ধাতুর অনুবন্ধ ফল।

২৩। ইকারানুবন্ধ ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে বর্গানুযায়ী পঞ্চম হয়। অকি+ই=অঙ্ক, পচি+ই=পঞ্চ, চদি+ই=চন্দ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ধাতুর প্রায় অনুবন্ধ ফলই প্রত্যয় বিধায়ক সূত্র দ্বারা সুব্যক্ত হইবে, অবশিষ্ট অনুবন্ধাদি বঙ্গ ভাষায় প্রয়োজন বিরহ প্রযুক্ত পরিত্যাগ করাগেল।

২৪। সন্ধ্যক্ষরান্ত ধাতুর অন্ত্যবর্ণ আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চাৎ কৃৎ প্রত্যয়াদি হয়। এ, ঐ, ও, ঔ এইবর্ণ চতুষ্টয়ের নাম সন্ধ্যক্ষর। ত্রৈ=ত্রা, গ্লৈ=গ্লা, ম্লৈ=ম্লা, শো=শা ইত্যাদি।

সাধারণ ধাতুর পর ণক হয় কর্ত্তৃবাচ্যে অর্থাৎ ণক প্রত্যয়ার্থ প্রকৃত্যর্থের কর্ত্তা এই অর্থ বুঝাইতে। কৃ+ণক=কারক, হৃ+ণক=হারক, ভিদ+ণক=ভেদক, বুধ+ণক=বোধক, পা+ণক=পায়ক, রক্ষার্থ পা ধাতুত্তর ল ণক হয়। পা+ণক= পালক, দা+ণক=দায়ক, খদ+ণক=খাদক, অনু-বদ+ণক=অনুবাদক, জন+ণক=জনক, হন+ণক=ঘাতক, ৮।৯।১০সূত্র দেখ।

(৩) গ্রহাদি কতিপয় ধাতুর পর ণিন হয় কর্ত্তৃবাচ্যে গ্রহ+ণিন=গ্রাহী, স্থা+ণিন= স্থায়ী, ভু×ণিন=ভাবী ইত্যাদি ৮।৯ সূত্রদেখ।

পচাদি ধাতুর পর অচ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। শ্ব-পচ+অচ্=শ্বপচ, দিব+অচ্=দেব, সৃপ+অচ্=সর্প, অ-মৃ+অচ্=অমর, শং-কৃ+অচ্=শঙ্কর, হৃ+অচ্=হর ইত্যাদি ৭ সূত্র।

নন্দ্যাদি ধাতুর পর অন হয় কর্ত্তৃবাচ্যে ধাত্বন্ত ইকারের লোপ হয়। নন্দি+অন নন্দন,

---

(৩) গ্রহাদি, পচাদি, নন্দ্যাদি, নামগণ নির্দ্দিষ্টধাতু, অর্থাৎ যে ধাতুত্তর ণিন্ দৃষ্ট হয় তাহাকে গ্রহাদি, যে ধাতুত্তর অচ দৃষ্ট হয় তাহাকে পচাদি, এবং যে ধাতুত্তর অন দৃষ্ট হয় তাহাকে নন্দ্যাদি ধাতু বলা যায়।

সং-কৃষ+অন=সঙ্কর্ষণ, জন অর্দ+অন=জনা-
র্দন, পু+অন=পবন ইত্যাদি। ৭ সূত্র।

নাম্যুপধ ধাতু, প্রী, এবং জ্ঞা ধাতুর পর ক হয়
কর্ত্তৃবাচ্যে পরন্তু প্রীধাতুর ঈ স্থানে ইয় হয়।
বি-বুধ ক=বিবুধ, স্ফুর+ক=স্ফুর, বি-ক্ষিপ
+ক=বিক্ষিপ, বি-লিখ+ক=বিলিখ, প্রী+
ক=প্রিয়, জ্ঞা+ক=জ্ঞ ইত্যাদি ১২ সূত্র।

নাম উপপদে আকারান্ত ধাতুর পর ক
হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। সুখ-দা+ক=সুখদ, কচ্ছপ-
পা+ক=কচ্ছপ, দ্বি-পা+ক=দ্বিপ, গ্রাম-স্থ-
+ক=গ্রামস্থ, পুত্-ত্রা+ক=পুত্র, ভূ-পা+
ক=ভূপ, নৃ-পা+ক=নৃপ ইত্যাদি ২ সূত্র।

সাধারণ ধাতুর পর তৃণ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ভৃ+
তৃণ=ভর্ত্তা, হৃ+তৃণ=হর্ত্তা, ক্রী+তৃণ=ক্রে-
তা, নী+তৃণ=নেতা, বচ+তৃণ=বক্তা, পচ+
তৃণ=পক্তা, ভুজ+তৃণ=ভোক্তা, যুধ+তৃণ=
যোদ্ধা, রুধ+তৃণ=রোদ্ধা, বুধ+তৃন=বোদ্ধা
দুহ+তৃণ=দোগ্ধা, হন+তৃণ=হন্তা, গম+
তৃণ=গন্তা, (৪) ইত্যাদি ৭।১৫।১৮ সূত্র দেখ।

৪) সন্ধিসূত্র দ্বারা ম, নকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

উপসর্গ উপপদে আকারান্ত ধাতুর পর ড হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। সু-স্থৈ+ড=সুস্থ, দু-স্থৈ+ড=দুস্থ, প্র-স্থে+ড=প্রস্থ, ইত্যাদি ১১।২৪ সূত্র দেখ।

হন, জন, গমাদিধাতুর পর ড হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ক্লেশ-অপ-হন+ড=ক্লেশাপহ, শোক-অপ-হন+ড=শোকাপহ, তমস্+অপ-হন+ড=তমোপহ, পঙ্ক-জন+ড=পঙ্কজ; অপ্-জন+ড=অব্জ, বারি-জন+ড=বারিজ, ভুজ-গম+ড=ভুজগ, পত-গম+ড=পতগ, বিহ—গম×ড=বিহগ, উর-গম+ড=উরগ, গিরি-শী+ড=গিরিশ ইত্যাদি ১১ সূত্র দেখ।

বিহঙ্গ, তুরঙ্গ, ভুজঙ্গ, পতঙ্গ, প্লবঙ্গ. ইত্যাদি কতিপয় পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়, যে সকল পদ, সূত্র দ্বারা সাধিত না হয়, তাহার নাম নিপাতন, বা নিপাত।

প্র, বি, শং, এবং স্বয়ং পূর্ব্বক ভূ ধাতুর পর ডু হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। প্র-ভূ+ডু=প্রভু, বি-ভূ+ডু=বিভু, শং-ভূ+ডু=শম্ভু, স্বয়ং-ভূ+ডু=স্বয়ম্ভু।

কর্ম্মোপপদে সাধারণ ধাতুর পর অণ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। কুম্ভ-কৃ+অণ=কুম্ভকার, স্বর্ণ-কৃ+অণ=স্বর্ণকার, কলহ-কৃ+অণ=কলহকার, সূত্র-কৃ+অণ=সূত্রকার, বেদ-অধি-ইঙ+অণ=বেদাধ্যায়, কাণ্ড+লূ+অণ=কাণ্ড-লাব ইত্যাদি ৮ সূত্র দেখ।

(৫) কর্ম্মোপ পদে হন ধাতুর পর টক হয় কর্ত্তৃবাচ্যে এবং সম্বয় হকার, ঘকারে পরিবর্ত্তিত হয়। পতি-হন+টক=পতিঘ্নী, জায়া-হন+টক=জায়াঘ্ন, পিতৃ—হন×টক=পিতৃঘ্ন, শত্রু-হন+টক=শত্রুঘ্ন, পাপ—হন+টক=পাপঘ্ন, দোষ—হন+টক=দোষঘ্ন ইত্যাদি। ১৫ সূত্র।

শব্দাদি কতিপয় শব্দ ভিন্ন কর্ম্মোপপদে কৃ ধাতুর পর ট হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। যশস্—কৃ×ট=যশস্করী, অন্ত—কৃ+ট=অন্তকর, নিশা—কৃ×ট=নিশাকর, রজনী—কৃ+ট=রজনীকর দিন—কৃ×ট=দিনকর, চিত্র—কৃ+ট=চিত্রকর, দিবা—কৃ+ট=দিবাকর, প্রভা—কৃ+ট=

(৫) সংস্কৃতেকানুবন্ধের ফল আছে, বাঙ্গালাতে কানুবন্ধ না হইলেও অভিমতার্থ সিদ্ধির অন্যথা হয় না।

প্রত্তাকর, ইত্যাদি ৭।১৫ সূত্র, শব্দ—কৃ+অণ=শব্দকার, শ্লোক—কৃ+অণ=শ্লোককার, চাটু—কৃ+অণ=চাটুকার, বৈর—কৃ+অণ=বৈরকার, মন্ত্র—কৃ+অণ=মন্ত্রকার, পদ—কৃ+অণ=পদকার, সূত্র—কৃ+অণ=সূত্রকার, কলহ—কৃ+অণ=কলহকার, গাথা—কৃ+অণ=গাথাকার, ৮ সূত্র দেখ, এই কএকটিকে শব্দাদিবলি, শব্দাদি শব্দ পূর্ব্বক অণ্ প্রত্যয় হয়।

অধিকরণ নামোপ পদে, চর ধাতুর পর ট হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। বন—চর+ট=বনচরী, রাত্রি—চর+ট=রাত্রিচর, নিশা—চর+ট=নিশাচর, ইত্যাদি ১৫ সূত্র।

পূর্ব্ব, পুরস্, অগ্রে এবং অগ্রশব্দ পূর্ব্বক সৃধাতুর পর ট হয়। পূর্ব্ব-সৃ+ট=পূর্ব্বসর পুরস্—সৃ+ট=পুরঃসর, অগ্র—সৃ+ট=অগ্রসর।

দেব, ও বাত, শব্দ পূর্ব্বক আপ ধাতুর পর ই হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। দেব—আপ+ই=দেবাপি, বাত—আপ+ই=বাতাপি।

কর্ম্মোপপদে বি পূর্ব্বক ক্রী ধাতুর পর ইন্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। তৈল—বি-ক্রী+ইন=তৈল

বিক্রয়ী, কাষ্ঠ—বি-ক্রী+ইন=কাষ্ঠবিক্রয়ী, ইত্যাদি ৭ সূত্র দেখ।

আকারান্ত ধাতুর পর মন হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। সু—দা+মন=সুদামা, অশ্ব—স্থা+মন=অশ্বত্থামা*।

আত্ম, উদর, কুক্ষি শব্দ উপপদে, ভৃ ধাতুর পর খি হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। আত্ম—ভৃ+খি=আত্মম্ভরি, উদর—ভৃ+খি=উদরম্ভরি, কুক্ষি-ভৃ+খি=কুক্ষিম্ভরি, ১৩ সূত্র দেখ।

(১) কর্ম্মোপপদে, এজি, ও মন ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। জন—এজি+খশ্=জনমেজয়, অঙ্গ—এজি+খশ্=অঙ্গমেজয়, কৃতার্থ—মন+খশ্=কৃতার্থম্মন্য, গো—মন+খশ্=গাম্মন্য, শ্রী—মন+খশ্=শ্রিয়ম্মন্য ইত্যাদি ১৩।১৭ সূত্র।

বিধু, অরু, তিল, উপপদে তুদ ধাতুর পর,

---

* সকার, নিপাতনে তকার।

(১) সংস্কৃতে গো, শ্রী শব্দ অম করিলে, গাং শ্রিয়ং হয়, এবং এজি ও মন ধাতুর সর্ব্ব ধাতুকবৎ কার্য্য, ইন্ প্রত্যয়ের লোপাভাব, হয়।

খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। বিধু—তুদ+খশ্=বিধুন্তুদ, অরু-তুদ+খশ্=অরুন্তুদ, তিল—তুদ+খশ্=তিলন্তুদ, ১৩।১৭ সূত্র দেখ।

অসূর্য্য, উগ্র, উপপদে দৃশ ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। অসূর্য্য—দৃশ+খশ্=অসূর্য্যম্পশ্য, উগ্র—দৃশ+খশ্=উগ্রম্পশ্য, ১৩।১৭ সূত্র দেখ।

ললাট শব্দ পূর্ব্বক তপ ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ললাট-তপ+খশ্=ললাটন্তপ, ১৩ সূত্র।

প্রিয়, বশ, উপপদে বদ ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। প্রিয়—বদ+খশ্=প্রিয়ম্বদ, বশ-বদ+খশ্=বশম্বদ, ১৩ সূত্র দেখ।

ভয়, মেঘ, ঋতি, উপপদে কৃ ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ভয়-কৃ+খশ্=ভয়ঙ্কর, মেঘ-কৃ+খশ্=মেঘঙ্কর, ঋতি-কৃ+খশ্=ঋতিঙ্কর, ৭। ১৩ সূত্র দেখ।

সর্ব্ব, কূল, অভ্র, করীষ, উপপদে কষ ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। সর্ব্ব-কষ+খশ্=সর্ব্বঙ্কষ, কূল-কষ+খশ্=কূলঙ্কষ, অভ্র—কষ+

খশ্=অভ্রঙ্কষ. করীষ-কষ+খশ্=করীষঙ্কষ, ১৩ সূত্র দেখ।

কূল, উপপদে উৎ পূর্ব্বক, রুজ, ও বহ ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। কূল-উৎ—রুজ+খশ্=কূলমুদ্রুজা, কূল-বহ+খশ্=কূলমুদ্বহ।

মিত, নখ. পরিমান পূর্ব্বক পচ ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। মিত—পচ+খশ্=মিতম্পচ, নখ—পচ+খ=নখম্পচ, দ্রোণ—পচ+খশ্=দ্রোণম্পচ, ১৩ সূত্র দেখ।

নাড়ী, শুনী, স্তন, কর, মুষ্টি, পাণি, নাসিকা, উপপদে ধেট, এবং ধ্মা ধাতুর পর খশ্ হয়, কর্ত্তৃবাচ্যে। নাড়ী—ধে+খশ্=নাড়িন্ধয়, নাড়ী-ধ্মা+খশ্=নাড়িন্ধম, ১৩।১৭ সূত্র দেখ।

নামোপ পদে, তৃ, ভৃ, বৃ, দৃ, জি, ধৃ, ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। রথ—তৃ+খশ্=রথন্তর, বিশ্ব-ভৃ+খশ্=বিশ্বম্ভর, পতি-বৃ+খশ্=পতিম্বরা, পুর—দৃ+খশ্=পুরন্দর, ধন—জি+খশ্=ধনঞ্জয়, বসু-ধৃ+খশ্=বসুন্ধরা, ইত্যাদি ১৩।৭ সূত্র দেখ।

নামোপ পদে তপ, দম, মদ, গম, সহ, অজ,

ধাতুর পর খশ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। পর—তপ+খশ্=পরন্তপ, অরি—দম+খশ্=অরিন্দম, ইরা—মদ+খশ্=ইরম্মদ, ভুজ—গম+খশ্=ভুজঙ্গম, সর্ব্ব—সহ+খশ্=সর্ব্বংসহ, বাত-অ-জ+খশ্=বাতমজ।

ক্ষেম, প্রিয়, মদ্র, উপপদে কৃ ধাতুত্তর খশ্ হয়, বিকল্পে। ক্ষেম-কৃ+খশ্=ক্ষেমঙ্কর, প্রিয়কৃ+খশ্=প্রিয়ঙ্কর, মদ্র—কৃ+খশ্=মদ্রঙ্কর, পক্ষে ক্ষেম—কৃ+অণ্=ক্ষেমকার, প্রিয়—কৃ+অণ্=প্রিয়কার, মদ্র—কৃ+অণ=মদ্রকার, ৭।৮। ১৩ সূত্র দেখ।

(৩) আত্মনে পদ* ধাতুত্তর শান হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। শী+শান=শয়ান, ইত্যাদি ৭ সূত্র দেখ।

---

(৩) এই শান প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর সান প্রত্যয়বৎ দ্বিবচনাদিও হইয়া থাকে. যথা, হ্ন+শান=দ্বিজান, ইত্যাদি এবং কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যেও শান হয়, পরন্তু কর্ম্মবাচ্যে শান প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর পর য হয় যথা, কথ+শান=কথ্যমান, যাচ+শান=যাচ্যমান, পচ+শান=পচ্যমান ইত্যাদি।

* যে সকল ধাতুর ঙ অনুবন্ধ হয় তাহাকে আত্মনে পদ-ধাতু বলা যায়

শান প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সার্ব্ব ধাতুকবৎ কার্য্য অকারের পর ম হয়। পচ+শান= পচমান, যজ+শান=যজমান, ধাব+শান= ধাবমান, ইত্যাদি।

আস ধাতুর পরবর্ত্তী শান প্রত্যয়ের আ-কার ঈকারে পরিবর্ত্তিত হয়। আস+শান= আসীন।

ধাতুত্তর স্যমান প্রত্যয় হয় ভবিষ্যদর্থে কর্ত্তৃ-বাচ্যে কর্ম্মবাচ্যেও হইয়া থাকে। কৃ+স্যমান =করিষ্যমান, বচ+স্যমান=বক্ষ্যমান, ৭।১৪ সূত্র দেখ—

অভূত তদ্ভাবার্থে বর্ত্তমান, নগ্ন, পলিত, প্রিয়, অন্ধ, স্থূল, সুভগ, আঢ্য, উপপদে ভূধাতুর পর খিষ্ণু এবং খুকঞ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। নগ্ন-ভূ+খিষ্ণু=নগ্নম্ভবিষ্ণু, পলিত-ভূ+খিষ্ণু= পলিতম্ভবিষ্ণু, প্রিয়-ভূ+খিষ্ণু=প্রিয়ম্ভবিষ্ণু অন্ধ-ভূ+খিষ্ণু=অন্ধম্ভবিষ্ণু, স্থূল-ভূ+খিষ্ণু =স্থূলম্ভবিষ্ণু, সুভগ-ভূ+খিষ্ণু=সুভগম্ভবিষ্ণু, আঢ্য-ভূ+খিষ্ণু=আঢ্যম্ভবিষ্ণু, পক্ষে—নগ্ন-

ভূ+খুকঞ্=লম্ভাবুক, ইত্যাদি ১৩।৮ সূত্র দেখ।

কর্ম্মোপপদে ভজ, বহ, সহ, ধাতুর পর ণিণ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। সুখ-ভজ+ণিণ্=সুখভাক্, প্রষ্ঠ-বহ+ণিণ্=প্রষ্ঠবাট, তুরা-সহ+ণিণ্=তুরাষাট্ ইত্যাদি ৯।১৬ সূত্র দেখ।

(৫) অজাতিবাচক নামোপপদে, ধাতুর পর ণিন হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। উষ্ণ—ভুজ+ণিন=উষ্ণভোজী, ধর্ম্ম—অব—ভাষ+ণিন=ধর্ম্মাবভাষী ইত্যাদি ৮ সূত্র দেখ।

সাধারণ ধাতুর পর ক্বিপ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। কৃ+ক্বি=কৃৎ, কৈটভ—জি+ক্বিপ্=কৈটভজিৎ, কপাল—ভৃ+ক্বিপ্=কপালভৃৎ, জ্যোতিস্—বিদ+ক্বিপ=জ্যোতির্ব্বিৎ ইত্যাদি ১৬।১।১২ সূত্র দেখ।

---

(৫) যাহা দ্বারা যে কোন পদার্থের আকৃতি, দর্শনানন্তর তাদৃশাকৃতি বিশিষ্ট, সকল পদার্থের বোধ হয় তাহাই জাতি, অতএব শাস্ত্রকারেরা জাতিকে আকৃতি গ্রহণা, বলেন. আক্রিয়তে ব্যজ্যতে অনয়েতি আকৃতি সংস্থানং, আকৃত্যা গ্রহণং জ্ঞানং যস্যাঃ সা আকৃতি গ্রহণা, ইতি।

ত্যদাদি, উপমান উপপদে, দৃশ ধাতুর পর টক্, সক, এবং ক্বিপ হয় ও ত্যদাদির অন্ত্যস্ব-রাদি স্থানে আ হয়। তদ—দৃশ+টক= তাদৃশ, তদ—দৃশ+সক=তাদৃক্ষ, দৃশ ধাতুর শকার স্থানে ককার নিপাত হইয়াছে তদ-দৃশ+ ক্বিপ=তাদৃক, যদ—দৃশ+টক=যাদৃক, যদ— দৃশ+সক=যাদৃক্ষ, যদ—দৃশ+ক্বিপ=যাদৃক্, ১ সূত্র দেখ।

ভ্রাজ, ভূ, সহ, রুচ, চর, বৃধ, বৃত, এবং ইনন্ত ধাতুর পর ইষ্ণু হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ভ্রাজ+ ইষ্ণু=ভ্রাজিষ্ণু, ভূ+ইষ্ণু=ভবিষ্ণু, রুচ+ইষ্ণু =রোচিষ্ণু, চর+ইষ্ণু=চরিষ্ণু, বৃধ+ইষ্ণু= বর্দ্ধিষ্ণু, বৃত+ইষ্ণু=বর্ত্তিষ্ণু, কারি+ইষ্ণু= কারয়িষ্ণু ইত্যাদি ৭ সূত্র দেখ।

প্র-জন, অপ-ত্রপ, অলং-কৃ, নির্-আ-কৃ, ধাতুর পর ইষ্ণু হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। প্র-জন+ ইষ্ণু=প্রজনিষ্ণু, অপ-ত্রপ+ইষ্ণু= অপত্রপিষ্ণু, অলং-কৃ+ইষ্ণু=অলঙ্কারিষ্ণু, নির্-আ-কৃ+ইষ্ণু =নিরাকরিষ্ণু, ৭ সূত্র দেখ।

উৎপূর্ব্বক মদ, পত, এবং পচ ধাতুর পর

ইষ্ণু হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। উৎ-মদ+ইষ্ণু=উন্মা-দিষ্ণু, উৎ-পত+ইষ্ণু=উৎপতিষ্ণু, উৎ-পচ +ইষ্ণু=উৎপচিষ্ণু।

ঘস, সৃ, অদ এবং স্থা, গ্লা, ম্লা ধাতুর ক্র-মেতে ক্মর এবং স্নু হয়। ঘস+ক্মর=ঘস্মর, সৃ+ক্মর=সৃমর, অদ+ক্মর=অদ্মর, ১ সূত্র। স্থা +স্নু=স্থাস্নু, গ্লা+স্নু=গ্লাস্নু, ম্লা+স্নু=ম্লাস্নু।

ভূ এবং জি ধাতুর পর ষ্ণুক্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ভূ+ষ্ণুক্=ভূষ্ণু, জি+ষ্ণুক্=জিষ্ণু, ১ সূত্র দেখ।

ক্ষিপ, ত্রস, গৃধ, ও ধৃষ ধাতুর পর ক্নু হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ক্ষিপ+ক্নু=ক্ষিপ্নু, ত্রস+ক্নু=ত্রস্নু, গৃধ+ক্নু=গৃধ্নু, ধৃষ+ক্নু=ধৃষ্ণু, ১ সূত্র দেখ।

শৃ, স্থা, ভূ, কম, গম, লষ, বৃষ, পত, ও পদ ধাতুর পর উক হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। শৃ+উক= শারুক, স্থা+উক=স্থায়ুক, কম+উক=কামুক, গম+উক=গামুক, হন+উক=ঘাতুক, লষ+উক=লাষুক, বৃষ+উক=বর্ষুক, পত+উক =পাতুক, পদ+উক=পাদুক ৮।৯।১০ সূত্র দেখ।

পতি, গ্রহি, স্পৃহি, এবং শীঙ ধাতুর পর আল হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। পতি+আল=পতয়াল, গ্রহি+আল=গ্রহয়াল, শী+আল=শয়াল ৭ সূত্র দেখ।

ছিদ, ভিদ, ও বিদ ধাতুর পর কুর হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ছিদ+কুর=ছিদুর, ভিদ+কুর=ভিদুর, বিদ+কুর=বিদুর, ১ সূত্র দেখ।

মিদ, ভাস, ও ভঞ্জ ধাতুর পর ঘুর হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। মিদ+ঘুর=মেদুর, ভাস+ঘুর=ভাস্বুর, ভঞ্জ+ঘুর=ভঙ্গুর, ৭।১৪ সূত্র দেখ।

জাগৃ ধাতু এবং যঙন্ত যজ, যপ, বদ দন্‌শ ধাতুর পর উক্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। জাগৃ+উক্ =জাগরূক, যাযজ+উক=যাজযূক, জংজপ+, উক=জংজপূক, বাবদ+উক=বাবদূক, দন্দশ +উক=দন্দশূক, ৭ সূত্র দেখ।

ভাস, কস, স্থা, ঈশ পিশ প্র-মদ ধাতুরপর বরহয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ভাস+বর=ভাস্বর কস +বর=কস্বর স্থা+বর=স্থাবর ঈশ+বর=ঈশ্বর পিশ+বর=পেশ্বর প্র-মদ+বর=প্রমদ্বর ৭ সূত্র দেখ।

সৃ জি ইন নশ ও গম ধাতুন্তর করপ্ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। সৃ—করপ্+সৃত্বর জি=করপ্ জিত্বর ই+করপ্=ইত্বর নশ+করপ্=নশ্বর গম+করপ্= গত্বর ১।১২ সূত্র দেখ।

দৃশ পা ঘ্রা ধাতুর পর শ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। এই ধাতুত্রয়ের ক্রমিক পশ্য পিব জিঘ্র দ্বারা পরিবর্ত্তনকে (সংস্কৃতে) সার্ব্বধাতুকবৎ কার্য্য বলে। উৎ-দৃশ+শ=উৎপশ্য উৎ-পা+শ= উৎপিব উৎ-ঘ্রা+শ=উজ্জিঘ্র।

হিংস, দীপ, কম্প, অজস্ স্মিও, কম, নম, ধাতুত্তর, র হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। হিংস+র=হিংস্র দীপ+র=দীপ্র, কম্প+র=কম্প্র, অজস্+ র=অজস্র, স্মি+র=স্মের, কম+র=কম্র, নম+র=নম্র, ৭ সূত্র দেখ।

ভিক্ষ, আ—শংস, এবং সনন্ত ধাতুর পর উ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ভিক্ষ+উ=ভিক্ষু, আ— শংস+উ=আশংসু, পিপাস+উ=পিপাসু, জিজ্ঞাস+উ=জিজ্ঞাসু, জিঘাংস+উ=জিঘাংসু ইত্যাদি।

স্বপ, তৃষ, ধৃষ, ধাতুত্তর ক্লজ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে

স্বপ+কুঙ্ক=স্বপ্নক, তৃষ+কুঙ্ক=তৃষ্ণক, ধৃষ +কুঙ্ক=ধৃষ্ণক, ১ সূত্র দেখ।

ভীধাতুর পর ক্রু, ও ক্লুক এবং শত ধাতুর পররু হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ভী+ক্রু=ভীরু, ভী +ক্লুক=ভীলুক, শত+রু=শত্রু।

গণ্ডি, মণ্ডি, জি, জনি, নন্দি ধাতুর পর অন্ত হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। গণ্ডি+অন্ত=গণ্ডয়ন্ত, মণ্ডি +অন্ত=মণ্ডয়ন্ত, জি+অন্ত=জয়ন্ত, জনি+ অন্ত=জয়ন্ত, নন্দি+অন্ত=নন্দয়ন্ত, ৭ সূত্র দেখ।

স্তনি, গদি, মদি, হ্লদি, দূষি ধাতুর পর ইত্নু হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। স্তনি+ইত্নু=স্তনয়িত্নু, গদি +ইত্নু=গদয়িত্নু, মদি+ইত্নু=মদয়িত্নু, হ্লদি +ইত্নু=হ্লদয়িত্নু, দূষ+ইত্নু=দূষয়িত্নু, ৭ সূত্র দেখ।

গত্যর্থ, অকর্ম্মক, শী, স্থা, আস, বস, জন, জৄ, শ্লিষ, এবং রুহ ধাতুত্তর ক্ত হয় কর্ত্তৃবাচ্যে। গম+ক্ত=গত, শী+ক্ত=শয়িত, ভূ+ক্ত= ভূত, অধিশী+ক্ত=অধিশয়িত, অধি-স্থা+ক্ত

=অধিষ্ঠিত,(৫) উপ-আস+ক্ত=উপাসিত, উপ-বস+ক্ত=উপোষিত, অনু-জন+ক্ত= অনুজাত, অনু-জৄ+ক্ত=অনুজীর্ণ, আ-শ্লিষ +ক্ত=আশ্লিষ্ট, অধি-রুহ+ক্ত=অধিরূঢ়, ৩। ৭।১।৫।২২।৪।১৯।২০ সূত্র, ও ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মবোধক পদ।

সাধারণ ধাতুর পর তব্য, ও অনীয় হয় কর্ম্ম-বাচ্যে। কৃ+তব্য=কর্ত্তব্য নী+তব্য=নেতব্য, স্মৃ+তব্য=স্মর্ত্তব্য, দা+তব্য=দাতব্য, গম+ তব্য=গন্তব্য, বচ+তব্য=বক্তব্য, কৃ+অনীয় =করণীয়, স্মৃ+অনীয়=স্মরণীয়, দা+অনীয় =দানীয়, গম+অনীয়=গমনীয়, বচ+অনীয় =বচনীয়, ইত্যাদি ৭।১৪ সূত্র দেখ।

খন, এবং স্বরান্ত ধাতুর য়, হয় কর্ম্মবাচ্যে।

(৫) ইকারের পরবর্ত্তী সকারের ষত্ব হওয়াতে, নিমিত্তা-ভাবে নৈমিত্তিক সকার পুনর্ব্বার ষকার হইল।

পরন্তু খন ও আকারান্ত ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ একারে পরিবর্ত্তিত হয়। খন+য়=খেয়, চি +য়= চেয়, নী+য়=নেয়, জি+য়=জেয়, দা +য়= দেয়, পা+য়=পেয়, বি-আ-খ্যা+য়= ব্যাখেয়য়, ইত্যাদি ৭ সূত্র দেখ।

অনুপসর্গে, যম, মদ, গদ, ও চর ধাতুর পর য. হয় কর্ম্মবাচ্যে। যম+য=যম্য, মদ+য= মদ্য গদ+য=গদ্য, চর+য=চর্য্য,।

শক, সহ, আ-চর ও পবর্গান্ত ধাতুর পর য, হয় কর্ম্ম বাচ্যে। শক+য= শক্য, সহ+য= সহ্য, লভ+য=লভ্য, আ-চর+য=আচর্য্য,(৩) ইত্যাদি।

ভজ, জপ, যজ, আ-নম ধাতুত্তর য হয় বিকল্পে কর্ম্মবাচ্যে। ভজ+য=ভজ্য, জপ +য= জপ্য, যজ+য=যজ্য, আ-নম+য= আনম্য, পক্ষে, ভজ+ঘ্যণ= ভাগ্য, জপ+

(৩) আপূর্ব্বক চরধাতু এই সূত্রে বিন্যস্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আপূর্ব্বক চর ধাতুর গুরু অর্থে, এবং চর ধাতুর অন্য উপসর্গে য, হয় না. যেমন, আচার্য্য—উপদেশক, বি—চার্য্য, ইত্যাদি।

ঘ্যণ=জাপ্য, যজ+ঘ্যণ্=যাজ্য, আ-নম+ঘ্যণ্=আনাম্য ৯।১৪ সূত্র দেখ।

কৃপাদি কতিপয় ধাতু ভিন্ন ঋকারোপধ ধাতুত্তর ক্যপ হয় কর্ম্মবাচ্যে। বৃধ+ক্যপ=বৃধ্য, বৃত+ক্যপ=বৃত্য, নৃত+ক্যপ=নৃত্য, ইত্যাদি ১ সূত্র দেখ। কৃপাদি-কৃপ+ঘ্যণ=কল্প্য,* চৃত+ঘ্যণ=চর্ত্য, পাণি-সৃজ+ঘ্যণ=পাণিসর্গ্য, সমর-সৃজ+ঘ্যণ্=সমরসর্গ্য ৮।১৪ সূত্র দেখ।

সংভৃ, প্রতি-ও অপি পূর্ব্বক গ্রহ ধাতুত্তর ক্যপ, হয় কর্ম্মবাচে। সং-ভৃ+ক্যপ=সংভৃত্য প্রতি-গ্রহ+ক্যপ=প্রতিগ্রহ্য, অপি-গ্রহ+ক্যপ=অপিগ্রহ্য ১।১২।২২ সূত্র দেখ।

পক্ষে, সং-ভৃ+ঘ্যণ=সংভার্য্য, প্রতি-গ্রহ+ঘ্যণ=প্রতিগ্রাহ্য, অপি-গ্রহ+ঘ্যণ=অপিগ্রাহ্য, ৮।৯ সূত্র দেখ।

কৃ, বৃষ, মৃজ, গুহ, দুহ, শসধাতুত্তর ক্যপ হয় বিকল্পে কর্ম্মবাচ্যে। কৃ+ক্যপ=কৃত্য, বৃষ+ক্যপ=বৃষ্য, মৃজ+ক্যপ=মৃজ্য, গুহ+ক্যপ=

---

* র স্থানে ল নিপাত।

গুহ্, দুহ্+ক্যপ=দুহ্য শস+ক্যপ=শস্য, ১।১২ সূত্র দেখ।

পক্ষে, কৃ+ঘ্যণ=কার্য্য, বৃষ+ঘ্যণ=বার্ষ্য, মৃজ+ঘ্যণ=মার্গ্য, গুহ+ঘ্যণ=গোহ্য, দুহ+ঘ্যণ=দোহ্য, শস+ঘ্যণ=শাস্য ৮ সূত্র দেখ,

দৃ, স্তু, জুষ, ইন, বৃঞ, এবং শাসধাতুত্তর ক্যপ হয় কর্ম্মবাচ্যে পরন্তু শাসধাতুর আকার ইকারে পরিবর্ত্তিত হয়। আ-দৃ+ক্যপ্=আদৃত্য, স্তু+ক্যপ্=স্তুত্য, জুষ+ক্যপ=জুষ্য, ই+ক্যপ=ইত্য, বৃ+ক্যপ্=বৃত্য, শাস+ক্যপ্=শিষ্য, ১।১২ সূত্র।

ঋবর্ণ, ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতূত্তর ঘ্যণ হয় কর্ম্মবাচ্যে। কৃ+ঘ্যণ্=কার্য্য, বচ+ঘ্যণ্=বাক্য, ভজ+ঘ্যণ্=ভাগ্য ইত্যাদি ৮।১৪ সূত্র দেখ।

বপ, রপ, লপ, ত্রপ, যু, আ, সু ধাতুত্তর ঘ্যণ্ হয় কর্ম্মবাচ্যে। বপ+ঘ্যণ্=বাপ্য, রপ+ঘ্যণ=রাপ্য, লপ+ঘ্যণ্=লাপ্য, ত্রপ+ঘ্যণ্=ত্রাপ্য, যু+ঘ্যণ্=যাব্য, আ—সু+ঘ্যণ্=আসাব্য, ৮।৯ সূত্র, যপ্রত্যয় বাধক সূত্র।

উবর্ণান্ত ধাতূত্তর ঘ্যণ হয় কর্ম্মবাচ্যে অবশ্য-

ভাব অর্থ বুঝাইতে লূ+ঘ্যণ=লাব্য—অর্থাৎ অবশ্য ছেদনীয় ইত্যাদি।

কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী অবশ্যম শব্দের ম লোপ হয়, তব্য প্রত্যয়াদি ঘ্যণ্ পর্য্যন্ত প্রত্যয়ের নাম কৃত্য,(৩) অবশ্যম্+কর্ত্তব্য= অবশ্য কর্ত্তব্য, অবশ্যম্+করণীয়=অবশ্য করণীয় ইত্যাদি।

অতীতার্থ গম্যমানে সাধারণ ধাতুতর ক্ত হয় কর্ম্মবাচ্যে। তন+ক্ত=তত, মন+ক্ত=মত, হন+ক্ত=হত, গম+ক্ত=গত, নম+ক্ত=নত, রম+ক্ত=রত, যম+ক্ত=যত, শম+ক্ত= শান্ত, দম+ক্ত=দান্ত, ভ্রম+ক্ত=ভ্রান্ত, কম +ক্ত=কান্ত, ইত্যাদি ৩ সূত্র দেখ খন+ক্ত =খাত সন+ক্ত=সাত, জন+ক্ত=জাত ৪ সূত্র দেখশো+ক্ত=শিত, মা×ক্ত=মিত, স্থা+ক্ত =স্থিত, ৫ সূত্র দেখ দা+ক্ত=দত্ত, ধা+ক্ত =হিত, অদ+ক্ত=জগ্ধ, ৬ সূত্র দেখ—সিচ+ ক্ত=সিক্ত, বচ+ক্ত=উক্ত, ভজ+ক্ত=ভক্ত,

(৩) এই কৃত্য প্রত্যয় ভাববাচ্যে বরং প্রয়োগানুসারে কর্ত্রাদিবাচ্যে ও হইয়া থাকে।

বচ+ক্ত=বক্ত, ১৪ সূত্র দেখ রুধ+ক্ত=রুদ্ধ, ক্রুধ+ক্ত=ক্রুদ্ধ, লভ+ক্ত=লব্ধ, রভ+ক্ত =রব্ধ, দুহ+ক্ত=দুগ্ধ ১৮ সূত্র দেখ মুহ+ক্ত =মূঢ়, রুহ+ক্ত=রূঢ়, গুহ+ক্ত=গূঢ়, ইত্যাদি ১৯ সূত্র দেখ।

ক্লিশ—ক্ত ক্লিষ্ট, শ্লিষ+ক্ত=শ্লিষ্ট, নি=বিশ+ক্ত=নিবিষ্ট, সৃজ+ক্ত=সৃষ্ট, ভৃজ+ক্ত =ভৃষ্ট মৃজ+ক্ত=মৃষ্ট, ঘুষ+ক্ত=ঘুষ্ট, কৃষ +ক্ত=কৃষ্ট ইত্যাদি ২০ সূত্র দেখ। প্রচ্ছ+ ক্ত=পৃষ্ট, দিব+ক্ত=দ্যূত ইত্যাদি। ২১ সূত্র দেখ। গৃহ+ক্ত=গৃহীত, স্বপ+ক্ত= সুপ্ত, বপ+ক্ত=উপ্ত, যজ+ক্ত=ইষ্ট, ২২ সূত্র দেখ।

স্বাদি, স্বাদি, ওকারানুবন্ধা, দান্ত, রেফ, এবং অন্তস্থা যুক্ত আকারান্ত ধাতূত্তর ক্ত প্রত্যয়স্থ ত-কার নকারে পরিবর্ত্তিত হয়, ও যথা সম্ভব ধাত্বন্ত দকার ও নকারে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু মদাদি কতিপয় ধাতুর হয় না, য, র, ল, ব এই বর্ণ চতুষ্টয়ের নাম অন্তস্থা। সূ+ক্ত= সূন, লূ+ক্ত=লূন, হা+ক্ত=হীন, আ—পদ

+ক্ত=আপন্ন, আ—সদ+ক্ত=আসন্ন, পূর +ক্ত=পূর্ণ ঘূর+ক্ত=ঘূর্ণ গ্লা+ক্ত=গ্লান, ম্লা+ক্ত=ম্লান ত্রা+ক্ত=ত্রাণ, প্রা+ক্ত= প্রাণ, শ্রা+ক্ত=শ্রাণ, ব্যা+ক্ত=ব্যান, ইত্যাদি। মদাদি। মদ+ক্ত=মত্ত, ধ্যা+ক্ত= ধ্যাত, খ্যা+ক্ত=খ্যাত. ইত্যাদি।

চর ধাতুর অ স্থানে ঊ হয় এবং ধাত্বন্ত ঋ স্থানে ঈর হয়। চর+ক্ত=চূর্ণ কৃ+ক্ত= কীর্ণ গৄ+ক্ত=গীর্ণ জৄ+ক্ত=জীর্ণ।

হ্রী ঘ্রা ত্রা নুদ, ও বিদ ধাতূত্তর ক্ত প্রত্যয়স্থ তকার নকারে পরিবর্ত্তিত হয় বিকল্পে। হ্রী+ ক্ত=হ্রীণ ঘ্রা+ক্ত=ঘ্রাণ ত্রা+ক্ত=ত্রাণ নুদ +ক্ত=নুন্ন বিদ+ক্ত=বিন্ন পক্ষে হ্রী+ক্ত= হ্রীত ঘ্রা+ক্ত=ঘ্রাত ত্রা+ক্ত=ত্রাত নুদ+ক্ত =নুত্ত বিদ+ক্ত=বিত্ত। ১ সূত্র

পূ ধাতূত্তর ক্ত প্রত্যয়স্থ তকার নকারে পরিবর্ত্তিত হয় নাশ বুঝাইতে। পূ+ক্ত=পূন নষ্ট।

ক্ষৈ শুষ ও পচ ধাতূত্তর ক্ত প্রত্যয়স্থ তকার ক্রমেতে ম ক বকারে পরিবর্ত্তিত হয়। ক্ষা+

ক্ত=ক্ষাম শুষ+ক্ত=শুষ্ক পচ+ক্ত=পক্ব। ১৪।২৪ সূত্র।

পু ক্লিস বম জপ ও বি-আ-স্বশ ধাতুর পর ক্ত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ইট হয় বিকল্পে। পু+ক্ত=পবিত ক্লিশ+ক্ত=ক্লেশিত বম+ক্ত=বমিত জপ+ক্ত=জপিত বিস্বশ+ক্ত=বিস্বশিত আ-স্বশ+ক্ত=আস্বশিত। পক্ষে পু+ক্ত=পুত ক্লিশ+ক্ত=ক্লিষ্ট বম+ক্ত=বান্ত জপ+ক্ত=জপ্ত বি-স্বশ+ক্ত=বিস্বস্ত আ-স্বশ+ক্ত=আস্বস্ত।

সেট ক্ত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শী প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর গুণ হয়। শী+ক্ত=শয়িত, ধৃষ+ক্ত=ধর্ষিত মিদ+ক্ত=মদিত পু+ক্ত=পবিত ইত্যাদি।

সেট ক্ত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ইন প্রত্যয়ের লোপ হয়। ভূ+ইন=ভাবি+ক্ত=ভাবিত।

রুষ ঘুষ হৃষ অম দম শম পূরু ধাতুত্তরবর্ত্তী ক্ত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ইট হয় বিকল্পে। রুষ+ক্ত=রুষিত ঘুষ+ক্ত=ঘুষিত হৃষ+ক্ত=হর্ষিত অম+ক্ত=অমিত দম+ক্ত=দমিত

শম+ক্ত=শমিত, পূর+ক্ত=পূরিত। পক্ষে রুষ+ক্ত=রুষ্ট, ঘুষ+ক্ত=ঘুষ্ট, হৃষ+ক্ত=হৃষ্ট অম+ক্ত=আন্ত, দম+ক্ত=দান্ত, শম+ক্ত=শান্ত পূর+ক্ত=পূর্ণ।

ক্ত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী পা, গৈ হা ধাতুর স্বর ঈকারে পরিবর্ত্তিত হয়। পা+ক্ত=পীত, গৈ+ক্ত=গীত, হা+ক্ত=হীন, ১ সূত্র দেখ।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাববোধক পদ।

* সাধারণ ধাতুত্তর অনট্ হয় ভাববাচ্যে। ভূ+অনট=ভবন, কৃ+অনট=করণ, শী+অনট=শয়ন নী+অনট=নয়ন ছিদ+অনট=ছেদন

* এই অনট প্রত্যয় কর্ম্মবাচ্যে প্রায় হয় না, তদ্ভিন্ন সমুদায় কারকেই হয়। যথা, চর+অনট=চরণ, করণবাচ্যে মদ+অনট=মদন, কর্ত্তৃবাচ্যে ইত্যাদি, কিন্তু কর্ম্মবাচ্যেও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা,

নানা দানং ময়া দত্তং রত্নাদি বিবিধানি চ।
তস্মাদর্থ সুপার্জ্জনং কুরু গত্বে অর্থেষু সর্ব্বশঃ॥

নৃত+অনট=নর্ত্তন, গম+অনট=গমন রম+অনট=রমণ বচ+অনট=বচন ইত্যাদি ৭ সূত্র দেখ।

* সাধারণ ধাতুর পর ঘঞ্ হয় ভাববাচ্যে অর্থাৎ যে ধাতুস্তর ঘঞ্ হয় তত্তদ্ধাতুর স্বরূপ অর্থ বুঝাইতে। পচ+ঘঞ=পাক অভি-ষিষ+ঘঞ=অভিষেক বি-ভজ+ঘঞ=বিভাগ অনু-রঞ্জ+ঘঞ=অনুরাগ, বি-বদ+ঘঞ=বিবাদ বিবদ+ঘঞ=বিবাদ আ-কৃ+ঘঞ=আকার প্রভিদ+ঘঞ=প্রভেদ বি-ছিদ+ঘঞ=বিছেদ অদ+ঘঞ=ঘাস আ-হন+ঘঞ=আঘাত দা+ঘঞ=দায় অধি-অব-সো+ঘঞ=অধ্যবসায় ইত্যাদি ১৪।৯।৮।১০ সূত্র দেখ।

ঘঞ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কেবল সু, দুর, ভিন্ন উপসর্গের পরবর্ত্তী লভ ধাতুর অকারের পর ম হয়। প্র-লভ+ঘঞ=প্রলম্ভ অতি-দুর-লভ+ঘঞ=অতিদুর্লম্ভ ইত্যাদি অন্যত্র দুর-লভ+ঘঞ=দুর্লাভ ইত্যাদি।

* কর্ত্তৃ ভিন্ন সাধারণ কারকেই ঘঞ্ হয় সংজ্ঞা বুঝাইতে।

স্বপ, রক্ষ, যত, প্রচ্ছ, যাচ, ও যজ ধাতূত্তর নঙ হয় ভাববাচ্যে এবং শেষ ধাতু দ্বয়ের ন স্থানেঞ হয়। স্বপ+নঙ=স্বপ্ন, রক্ষ+নঙ= রক্ষ্ণ, যত+নঙ=যত্ন, প্রচ্ছ+নঙ=প্রশ্ন, যাচ +নঙ+যাচ্ঞা, যজ+নঙ=যজ্ঞ, ১।২১ সূত্রে দেখ।

ড্বনুবন্ধ ধাতূত্তর ত্রিমক হয় ভাববাচ্যে। (ডুকৃঞ্ করণে) কৃ+ত্রিমক=কৃত্রিম, (ডুপচষ পাকে) পচ+ত্রিমক=পক্ত্রিম, (ডুদাঞ দানে) দা+ত্রিমক=দাত্রিম, ইত্যাদি ১।১৪ সূত্র দেখ।

ট্বনুবন্ধ ধাতূত্তর অথু হয় ভাববাচ্যে। (টুবম উদ্গিরণে) বম+অথু=বমথু, (টুনদি সমৃদ্ধৌ) আ-নদি+আনন্দথু, (টুবেপৃ চরণে) বেপ+অথু=বেপথু, ইত্যাদি ২৩ সূত্র দেখ।

নাম উপপদে হন, ও ভূ ধাতূত্তর ক্যপ হয় ভাববাচ্যে, এবং হন ধাতুর নকার তকারে পরিবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্ম-ভূ=ক্যপ+ব্রহ্মভূয়, ব্রহ্ম-হন=ক্যপ+ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি ১ সূত্রে দেখ।

হয়, সার্ব্ব ধাতুক কার্য্য কৃ ধাতুর পর শ ও ক্যপ হয় ভাববাচ্যে। কৃ+শ=ক্রিয়া, কৃ+ক্যপ=কৃত্যা, ১।১২ সূত্র দেখ।

সং-অজ, নি-পত, নি-সদ ধাতুত্তর ক্যপ হয় ভাববাচ্যে। সং-অজ+ক্যপ=সমজ্যা, নি-পত+ক্যপ=নিপত্যা, নি-সদ+ক্যপ=নিষদ্যা, ১ সূত্র দেখ।

শী, ব্রজ, যজ, বিদ, মন, চর, ও ভৃ ধাতুত্তর ক্যপ হয় ভাববাচ্যে। পরন্তু শী ধাতুর ঈকার স্থানে অয় হয়। শী+ক্যপ=শয্যা, ব্রজ+ক্যপ+ব্রজ্যা, যজ=ক্যপ+ইজ্যা, বিদ=ক্যপ+বিদ্যা, মন=ক্যপ+মন্যা, পরি-চর+ক্যপ=পরিচর্য্যা, ভৃ+ক্যপ=ভৃত্যা, ১।১২।২২ সূত্র দেখ।

(৫)উপসর্গ উপপদে আকারান্ত ধাতুর পর অঙ হয় ভাববাচ্যে। সং-জ্ঞা+অঙ=সংজ্ঞা, সং-স্থা+অঙ=সংস্থা, বি-আ-খ্যা+অঙ=ব্যাখ্যা, সং-খ্যা+অঙ=সংখ্যা, আ-জ্ঞা+অঙ

(৫) অন্তর্দ্ধিঃ শ্রদ্ধা, নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

আস্তা, উপ-মা=অঙ+উপমা, প্র-মা+অঙ =প্রমা, ইত্যাদি ২ সূত্র দেখ।

সৃ, ও জাগৃ ধাতুর পর য হয় ভাববাচ্যে। পরি-সৃজ+য=পরিসর্য্যা, জাগৃ+য=জাগর্য্যা, ৭ সূত্র দেখ।

(১)সাধারণ ধাতুর অন্ হয় ভাববাচ্যে। এবং হন, ও অদ, ধাতু ক্রমেতে বধ, ও ঘস দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়। কৃ+অন্=কর, নি-লী+অন্=নিলয়, প্র-লী+অন্=প্রলয়, বি-নী+অন্=বিনয়, সং-অজ+অন্=সমজ, হন+অন্=বধ, প্র-অদ+অন্=প্রঘস, ইত্যাদি ৭ সূত্র দেখ।

শংস, এবং প্রত্যয়ান্ত ধাতুর অ হয় ভাববাচ্যে। প্র-শংস+অ=প্রশংসা, জিজ্ঞাস+অ=জিজ্ঞাসা, পিপাস+অ=পিপাসা, জিঘাংস+অ=জিঘাংসা, নির্ম্মিৎস+অ=নির্ম্মিৎসা, দিদৃক্ষ+অ=দিদৃক্ষা, ঈপ্স+অ=ঈপ্সা, লিপ্স+অ=লিপ্সা, কণ্ডূর+অ=কণ্ডূরা ইত্যাদি।

---

(১) কর্ত্তৃ ভিন্ন সকল কারকেই অন্ হয়।

ক্ত প্রত্যয় পরেতে যে সকল ধাতুর ইট হয় এমত গুরুমৎ ধাতুর অ হয় ভাববাচ্যে। জাগৃ+অ=জাগরা, ঈহ+অ=ঈহা, ইত্যাদি ৭ সূত্র দেখ।

অন্তর এবং উপসর্গ উপপদে দা, এবং ধা, ধাতুরে কি হয় ভাববাচ্যে। অন্তর্-ধা+কি =অন্তর্দ্ধি, আ-দা+কি=আদি, বি-ধা+কি= বিধি, সং-ধা+কি=সন্ধি, নি-ধা+কি=নিধি, অব-ধা+কি=অবধি, ইত্যাদি ২ সূত্রে দেখ।

ভীষি, চিন্তি, পূজি, কথি, চর্চ্চি, স্পৃহি, তোলি, দোলি, ধাতুর ঙ হয় ভাববাচ্যে এবং ধাত্বন্ত ই লোপ হয়*। ভীষি+ঙ=ভীষা, চিন্তি+ঙ=চিন্তা, পূজি+ঙ=পূজা, কথি+ ঙ=কথা, চর্চ্চি+ঙ=চর্চ্চা, স্পৃহি+ঙ=স্পৃহা, তোলি+ঙ=তোলা, দোলি+ঙ=দোলা, ১ সূত্র দেখ।

ভিদাদি, ঘটাদি ও যানুবন্ধ ধাতুর পর ঙ হয় ভাববাচ্যে। ভিদ+ঙ=ভিদা, ছিদ+ঙ =ছিদা, স্পৃহ+ঙ=স্পৃহা, পীড়+ঙ=পীড়া,

(* ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।)

কুজ+ও=কুজা, ঘট+ও=ঘটা, ব্যথ+ও=ব্যথা, পচ+ও=পচা, ত্রপ+ও=ত্রপা, ক্ষম+ও=ক্ষমা, ইত্যাদি ১ সূত্রে দেখ।

ঈষ, গ্রন্থি, শ্রান্থ, বিদ, বন্দ, আস এবং ই-নন্ত ধাতুর পর অন হয় ভাববাচ্যে এবং ধাত্বন্ত ই লোপ হয়। ঈষ+অন=ঈষণা, গ্রন্থি+অন=গ্রন্থনা, শ্রন্থি+অন=শ্রন্থনা, বিদ+অন=বেদনা, বন্দ+অন=বন্দনা, আস+অন=আসনা, কারি+অন=কারণা, প্র-তারি+অন=প্রতারণা, ভাবি+অন=ভাবনা, পারি+অন=পারণা, ধারি+অন=ধারণা, ইত্যাদি ২ সূত্র দেখ।

ঈষৎ, দুর্, সু, উপপদে, দৃশ, শাস, যুধ, ধৃষ, মৃষ ধাতুর অন হয় ভাববাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে। সু-দৃশ+অন=সুদর্শন, দুর্-শাস+অন=দুঃ-শাসন, দুর্-যুধ+অন=দুর্য্যোধন, সু-ধৃষ+অন=সুধর্ষণ, ঈষৎ-মৃষ+অন=ঈষন্মর্ষণ, পক্ষে—সু-দৃশ+ঘঞ=সুদর্শ, দুর্-শাস+ঘঞ=দুঃশাস, দুর্-যুধ+ঘঞ=দুর্যোধ, সু-ধৃষ+

ঘঞ = স্পর্শ, ঈষৎ-মৃষ + ঘঞ = ঈষন্মর্ষ, ৭ সূত্র দেখ।

সাধারণ ধাতুর উত্তর ক্তি হয় ভাববাচ্যে। নী + ক্তি = নীতি, স্মৃ + ক্তি = স্মৃতি, আ-কৃ + ক্তি = আকৃতি, ই + ক্তি = ইতি, ক্ষা + ক্তি = ক্ষাতি, ১ সূত্র দেখ; মন + ক্তি = মতি, গম + ক্তি = গতি, রম + ক্তি = রতি, নম + ক্তি = নতি, শম + ক্তি = শান্তি, ভ্রম + ক্তি = ভ্রান্তি, কম + ক্তি = কান্তি, ৩ সূত্র; জন + ক্তি = জাতি, স্থা + ক্তি = স্থিতি, মা + ক্তি = মিতি, বচ + ক্তি = উক্তি স্বপ + ক্তি = সুপ্তি, বৃষ + ক্তি = বৃষ্টি, সৃজ + ক্তি সৃষ্টি, যজ + ক্তি = ইষ্টি, পুষ + ক্তি = পুষ্টি, মুষ + ক্তি = মুষ্টি, ৪।৫।১৪।২০।২২ সূত্র।

কৄ, গৄ, জ্যা, গ্লা, ম্লা, হা, ও লূ আদি ধাতূত্তরবর্ত্তী ক্তি প্রত্যয়স্থ তকার, নকারে পরিবর্ত্তিত হয়। কৄ + ক্তি = কীর্ণি, গৄ + ক্তি = গীর্ণি, জ্যা + ক্তি = জ্যানি, গ্লা + ক্তি = গ্লানি, ম্লা + ক্তি ম্লানি, হা + ক্তি = হানি, লূ + ক্তি = লূনি ইত্যাদি ১ সূত্র। ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ধু, সু, খন, চর, সহ, বহ, পূ, এবং ঋ ধাতু-

ন্তর ইত্র হয় করণবাচ্যে। ধু+ইত্র=ধবিত্র, নূ+ইত্র=নবিত্র, খন+ইত্র=খনিত্র, চর+ইত্র =চরিত্র, সহ+ইত্র=সহিত্র, বহ+ইত্র=বহিত্র, পূ+ইত্র=পবিত্র, সূ+ইত্র=সবিত্র, ঋ+ইত্র= অরিত্র,। ৭ সূত্র দেখ।

সাধারণ ধাতুর পর সন হয় ইচ্ছার্থে. এই সন প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর দ্বির্ব্বচন (দ্বিরু-চ্চারণ) হয়, পরন্তু দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগকে, খি, ও পর ভাগকে মূলধাতু বলি, এই খির আত্যস্বরের পরবর্ত্তী বর্ণের লোপ হয়। পচ+ সন=পচপচস, এই স্থানে পূর্ব্বোচ্চারিত পচ ভাগের নাম খি, সুতরাং আত্যস্বর অকারের পরবর্ণই চ, তাহার লোপ হইয়া পপচস ই ত্যা-কার অবশিষ্ট থাকিল।

খির (বর্গীয়) দ্বিতীয়বর্ণ, চতুর্থবর্ণ, অবর্ণ, ঋবর্ণ, দীর্ঘবর্ণ, কবর্গ এবং হকার স্থানে ক্রমে-তে, প্রথমবর্ণ, তৃতীয়বর্ণ, ই, অ, হ্রস্ব, চবর্গ, এবং জ হয়। পূর্ব্ব প্রদর্শিতে পপচ এই প্রয়োগে, খির অকার, ইকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া পিপচস এইরূপ সিদ্ধ হইল। পরে ১৪

সূত্র দ্বারা চকার ককারে পরিবর্ত্তিত হইলে প্রত্যয়স্থ দন্ত্য সকার মূর্দ্ধন্য হইয়া পিপক্ষ ইত্যাকার সমস্ত পদ সিদ্ধ হইল, এই প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পর কৃৎ প্রত্যয়াদি হইয়া থাকে। পি-পক্ষ+উ=পিপক্ষু, বিবক্ষ+অ=বিবক্ষা, ইত্যা-দি ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী হ, ও চতুর্থবর্ণের আদি, তৃতীয় অবয়বস্থানে চতুর্থ হয় এবং হ ও চতুর্থ স্থানে ক্রমেতে ক, এবং প্রথমবর্ণ হয়। গুহ্+সন+অ=জুঘুক্ষা, বুধ+সন+অ=বুভুৎসা ই-ত্যাদি।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রহ, স্বপ, প্রচ্ছ ধাতুর সং-প্রসারণ হয়। গ্রহ+সন+অ=জিঘৃক্ষা, স্বপ+সন+অ=সুষুপ্সা, প্রচ্ছ+সন+অ=পিপৃচ্ছিষা।

অনিট সনের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর গুণ হয় না। বৃত+সন+অ=বিবৃৎসা, নৃত+সন+অ=নি-নৃৎসা, বৃত+সন+অ=বিবর্ত্তিষা, নৃত+সন+অ=নিনর্ত্তিষা ইত্যাদি। ৭ সূত্র দেখ।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইন, ও ইঙ ধাতুস্থানে গম হয় পরন্তু ইঙ স্থানে আত্ম গমের উপধা দীর্ঘ

হয়। ইন+সন+অ=জিগমিষা, অধি—ইঙ +সন+অ=অধি জিগাংসা।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরান্ত ধাতু সম্বন্ধে দীর্ঘ হয়। চি+সন+অ=চিচীসা, কি+সন+অ =চিকীসা। ইত্যাদি।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋ কারান্ত ধাতু, জি, ও অদ ধাতু সম্বন্ধে ক্রমেতে ঈর, গী, এবং ঘত হয়। উপ—কৃ+সনন্ত=উপ চিকীর্ষা, জি +সন+অ=জিগীসা, অদ+সন+অ=জিঘ-ত্সা, ইত্যাদি।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী হন ধাতুর উপধাদীর্ঘ ও হ স্থানে ঘ হয়। হন+সন+অ=জিঘাংসা। ইত্যাদি।

মি, মী, মা ধা ও দা ধাতুর অন্ত্যবর্ণ স্থানে ইত্ হয় এবং দ্বির লোপ হয়। নির—মা+ সন+অ=নির্ম্মিত্সা, দা+সন+অ=দিত্সা, প্রতিবি-ধা+সন+অ=প্রতি বিধিত্সা।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী রভ, লভ, শক, পত এবং হিংসার্থক রাধ ধাতুর স্বর ইকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং দ্বির লোপ হয়। রভ+সন+অ=

রিপ্সা, আযঙ্ক—লভ+সন+অ=আযঙ্গলিপ্সা, শক+সন+অ=শিক্ষা, পত+সন+অ=পিত্‌সা, প্রতি—রাধ+সন+অ=প্রতিরিত্‌সা।

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী দভ এবং ইনন্ত জ্ঞা ধাতুর স্বর-খির লোপ পূর্ব্বক ঈকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং দ স্থানে ধ হয়। দভ+সন+অ=ধীপ্সা, জ্ঞাপি+সন+অ=জ্ঞীপ্সা।

ইট্ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী, ব্যঞ্জনাদি ইকারোপধ, এবং উকারোপধ, ধাতুর গুণ হয় বিকল্পে। লিখ+সন+অ=লিলেখিষা, রুচ+সন+অ=রুরোচিষা, পক্ষে—লিখ+সন+অ=লিলিখিষা, রুচ+সন+অ=রুরুচিষা। ইত্যাদি।

গুপ, তিজ, কিত, ধাতুর পর সন হয় স্বার্থে। গুপ+সন+অ=জুগুপ্সা, তিজ+সন+অ=তিতিক্ষা, কিত+সন+অ=চিকিৎসা। ইত্যাদি।

মান, বধ, দান, শান ধাতুর পর সন হয় স্বার্থে। পরন্তু এই সকল ধাতুর খির ইকার দীর্ঘ হয়। মান+সন+অ=মীমাংসা, বধ+সন+অ=বীভৎসা, দান+সন+অ=দীদাংসা, শান+সন+অ=শীশাংসা।

ধাতুত্তর যঙ হয় পৌনঃপুন্য এবং আতিশয্যার্থে। এই যঙপ্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর সনপ্রত্যয়বৎ দ্বির্ব্বচনাদি সমুদায় কার্য্য হয়। পরন্তু যথাসম্ভব খির গুণ ও দীর্ঘ হয়। দীপ +যঙ+আনশ=দেদীপ্যমান, জ্বল+যঙ+আনশ=জাজ্বল্যমান ইত্যাদি।

সংখোলুণ ধাতুর পর ইন হয় প্রেরণার্থে এবং এই ইনপ্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর নানুবন্ধ প্রত্যয়বৎ তাবৎ কার্য্য হয় পরন্ত আকারন্ত ধাতুর পর প হয়। কৃ+ইন=কারি, স্থা+ইন=স্থাপি। ইত্যাদি।

অনিটকৃত প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ইনের লোপ হয়। যাপি+অনট=যাপন, স্থাপি+অনট=স্থাপন, প্র—তারি+অন=প্রতারণা, ভাবি +অনট=ভাবনা, মন্ত্রি+অনট=মন্ত্রণা ইত্যাদি।

সনন্ত, যঙন্ত, এবং ইনন্ত প্রকরণ বঙ্গভাষায় অধিক প্রচলিত না থাকা প্রযুক্ত প্রয়োজন বিরহে বাহুল্য বিবেচনায় পরিত্যাগ করাগেল।

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নাম্যন্ত ধাতু।

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
ভূ,	উৎপত্তি,	ভবন, ভাব,	,,
হু,	হোমকরণ,	হবন,	,,
রু,	শব্দকরণ,	রব,	টু,
যু,	মিশ্রণ,	যবন,	,,
ধূ,	কম্পন,	ধবন,	এঞ,
লূ,	ছেদন,	লবন,	এঞ,
পূ,	পবিত্রকরণ,	পবন,	এঞ,
স্তু,	স্তুতিকরণ,	স্তব,	এঞ,
সূ,	প্রসবকরণ,	প্রসব,	ঙ,
ই,	অধ্যয়ন করণ,	অধ্যয়ন,	ঙ,
শী,	শয়ন করণ,	শয়ন,	ঙ,
দীধি,	দীপ্তি,	দীধিতি,	ঙ,
ই,	গতি,	অয়ন,	ণ,
কৃ,	করণ,	কৃত্রিম,	ডু,
ক্রী,	বিনিময় করণ,	বিক্রয়,	এঞ,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
প্রী,	তৃপ্তি করণ,	প্রীতি,	ঐ.
ভৃ,	পোষণ,	ভরণ,	ঐ,
ভী,	ত্রাস,	ভয়,	ঐ,
বৃ,	বরণ করণ,	সম্বরণ,	ঐ,
চি,	চয় করণ,	সংচয়ন,	ঐ,
কৄ,	বিক্ষেপ করণ	কিরণ,	,,
গৄ,	ভক্ষণ,	উদ্গিরণ,	,,
শৄ,	হিংসা	শরণ,	,,
জাগৃ	নিদ্রাক্ষয়,	জাগরণ,	,,
লী,	শ্লেষকরণ,	লয়,	,,
নী,	প্রাপণ,	নয়ন,	,,
স্মৃ,	স্মরণ করণ,	স্মৃতি,	,,
ক্ষি,	ক্ষয় হওন,	ক্ষিতি,	,,
জি,	পরাভব করণ,	জয়,	,,
ধৃ,	ধারণ করণ,	উদ্ধার,	,,
তৄ,	তরণ,	নিস্তার,	,,
সৃ,	গমন,	নিঃসরণ,	,,

লঘূপধ ধাতু।

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
চিত,	জ্ঞান,	চেতন,	,,
শ্বিত,	বর্ণ,	শ্বেত,	,,
কৃত,	ছেদন,	কর্ত্তন,	,,
ষিধ,	গমন,	নিষেধ,	,,
বিদ,	জ্ঞান,	বেদনা,	,,
খিদ,	উপতাপ,	খেদ,	,,
লিখ,	লেখন,	উল্লেখ,	,,
ঋধ,	বৃদ্ধি,	ঋদ্ধি,	,,
কৃষ,	বিলেখন,	আকর্ষণ,	,,
মৃষ,	ক্ষমা,	মর্ষণ,	,,
ইষ,	ইচ্ছা,	অন্বেষণ,	,,
জুষ,	সেবা,	জোষ,	,,
দৃশ,	অবলোকন,	দর্শন,	,,
সৃপ,	গমন,	সর্পন,	,,
নিশ,	সমাধি,	নেশন,	,,
বৃধ,	বৃদ্ধি হওন,	বৃদ্ধি,	,,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
ছিদ,	দ্বিধা করণ,	বিচ্ছেদ,	,,
ভিদ,	কিয়দবয়ব ভেদ,	প্রভেদ	ইক
পৃচ,	সম্বন্ধ,	সম্পর্ক,	ঈ,
রিচ,	রেচন,	ব্যতিরেক,	ইক
বৃজ,	ত্যাগ করণ,	বর্জ্জন,	ঈ,
দিশ	আজ্ঞাপন,	আদেশ,	,,
পিষ,	চূর্ণ করণ,	পেষণ,	,,
ক্লিশ,	উপতাপ,	ক্লেশ,	,,
সৃজ,	বিসর্গ,	উৎসর্গ,	,,
মুচ,	মোক্ষণ,	মুক্তি,	,,
কুচ,	সঙ্কোচন,	সঙ্কোচ,	,,
রুচ,	দীপ্তি,	রুচি,	,,
লুট,	বিলোটন,	লোটন,	,,
স্ফুট,	বিকাশ,	স্ফোটন,	,,
গুপ,	রক্ষা,	গোপন,	ঊ,
ক্ষুভ,	সঞ্চলন,	ক্ষোভ,	,,
লুভ,	আকাঙ্ক্ষা,	লোভ,	,,
লুপ,	ছেদন,	লোপ,	,,
রুধ,	আবরণ,	অবরোধ,	ইর,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
শুভ,	দীপ্তি,	শোভা,	,,
যুজ,	সম্বন্ধ,	সংযোগ,	ইর্,
ভুজ,	ভক্ষণ,	সম্ভোগ,	,,
তুদ,	ব্যথন,	তোদন,	,
নুদ,	প্রেরণ,	বিনোদন,	,,
চুর,	স্তেয়,	চোর,	,,
শুক,	গতি,	শোকন,	,
শুচ,	শোক করণ	অনুশোচন	,,
বিশ,	প্রবেশ করণ,	নিবেশ	,,
ঘুষ,	শব্দ করণ,	ঘোষণা,	,,
পুষ,	পুষ্টি,	পোষণ,	,,
মুদ,	হর্ষ,	আমোদ,	,,
বুধ,	অবগমন,	বোধ,	,,
দ্যুত,	দীপ্তি,	বিদ্যোতন,	,,
রুজ,	বিভেদ,	রোগ,	,,
রুহ,	প্রাদুর্ভাব,	রোহণ,	,,
রুদ,	অশ্রু বিমোচন,	রোদন,	,,
শুধ,	শৌচ,	শুদ্ধি,	,,
দুহ,	প্রপূরণ,	দোহন,	,,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
দ্বিষ,	অপ্রীতি,	দ্বেষ,	,,
দিহ,	বৃদ্ধিভাব,	দেহ	,,
লিহ,	আস্বাদ,	লেহন,	,,
দিব,	ক্রীড়া,	দেবন,	,,
নৃত,	নৃত্যকরণ,	নর্ত্তন,	,,
ক্ষিপ,	প্রেরণ,	নিক্ষেপ,	,,
মৃগ,	অন্বেষণ,	মার্গ,	,,
শ্লিষ,	উপহাস,	শ্লেষ,	,,
ক্ষুধ,	বুভুক্ষা।	ক্ষুধা,	,,
তৃপ,	তৃপ্তি	তর্পণ,	,,
দ্রুহ,	জিঘাংসা,	বিদ্রোহ	,,
স্নিহ	প্রীতি	স্নেহ	,,
কৃশ	তনুকরণ	কর্ষণ	,,
রুষ,		রোষ	
কুপ,	ক্রোধ,	কোপ	,,
ক্রুধ,		ক্রোধ	
ষিচ,	ক্ষরণ,	সেচন,	,,

গুরূপধ ধাতু।

ধাতু.	অর্থ,	ভাববাচক পদ	অনুবন্ধ
খাদ,	ভক্ষণ,	খাদন,	,,
শাখ,	ব্যাপ্তি,	শাখা.	,,
এজ,	কম্পন,	এজন,	,,
ক্রীড়,	বিহার,	ক্রীড়া,	,,
বর্ণ,	বর্ণ,	বর্ণনা,	,,
নীল,	বর্ণ,	নীল,	,,
শূল,	রোগ,	শূল,	,,
তূল,	ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ,	তূল,	,,
মূল,	প্রতিষ্ঠা,	মূল,	,,
বেল,	গতি,	বেলা,	
খেল,		খেলা,	
কেল,		কেলি,	
চেল,		চেল,	
তুষ,	তুষ্টি,	তোষণ,	,,
লোক,	দর্শন,	অবলোকন,	
লোচ,		লোচন,	

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক শব্দ,	অনুবন্ধ
শ্লোক,	পদ্যগ্রহণ,	শ্লোক,	,,
চুষ,	পান,	চোষণ,	,,
শ্লাঘ,	প্রশংসাকরণ	শ্লাঘা	,,
সেব,	সেবাকরণ,	সেবন,	,,
ঈষ,	গতি	ঈষণা,	,,
কাশ, ভাস,	দীপ্তি,	কাশন, ভাসন,	,,
ঈহ,	চেষ্টা	ঈহা,	,,
গাহ,	বিলোড়ন,	অবগাহন,	,,
রাজ, ভ্রাজ,	দীপ্তি,	রাজথু, ভ্রাজথু,	ঊ
ধাব,	গতি,	ধাবন,	,,
শাস,	অনুশাসন,	শাসন,	,,
ঈশ,	ঐশ্বর্য্য,	ঈশন,	,,
আস,	উপবেশন,	আসন,	,,
দীপ,	দীপ্তি,	দীপ,	,,
পীড়,	অবগাহন,	পীড়ন,	,,
তূল,	পরিবৃংহন,	তূলন,	,,

অকারো পধ ধাতু।

ধাতু.	অর্থ.	ভাববাচক পদ	অনুবন্ধ
গদ.	ভাষণ,	গদন,	,,
খদ,	হিংসা,	খদন.	,,
কদ,	উৎখলন.	[illegible]	,,
বদ.	ভাষণ,	বদন.	,,
মদ.	স্মৃতি.	মাদন,	,,
অদ,	ভক্ষণ.	অদন,	,,
মদ.	হর্ষ,	মদন,	,,
পদ,	গতি,	পাদ,	,,
নদ,	অব্যক্ত শব্দ করণ,	নাদ,	,,
স্বদ,	আস্বাদন,	আস্বাদ,	,,
ধ্বজ,	গতি,	ধ্বজন,	,,
গজ,	শব্দকরণ,	গাজন,	,,
অজ.	ক্ষেপ.	অজন.	,,
ভজ,	সেবা,	ভজন,	,,
যজ,	পূজা,	যজন,	,,
বজ,	গতি,	বজন,	,,

ধাতু,	অর্থ	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
রজ,	রাগ,	রাগ,	,,
রট,	ভাষণ,	রটন,	,,
জট	সংঘাত,	জটা,	,,
ঝট,		ঝটিতি,	,,
ভট,	পোষণ,	ভটন,	,,
নট,	উচ্ছ্রায়,	নটন,	,,
নট	নৃত্যকরণ,	নটন,	,,
অট,		অটন,	,,
পট,	গতি,	পটন,	,,
কট,		কটন,	,,
জ্ঞপ,	মানন,	জ্ঞাপ,	,,
ত্রপ,	লজ্জা,	ত্রপা,	ষ,
শপ,	আক্রোশ,	শাপ,	,,
বপ,	রোপণ,	বপন,	,,
স্বপ,	শয়ন,	স্বপ্ন,	,,
তপ,	সন্তাপ,	তপন,	,,
পঠ,	ব্যক্তবাক্যকরণ,	পঠন,	,,
শঠ,	কৈতব,	শঠন,	,,
চম,	ভক্ষণ,	আচমন,	,,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ.	অনুবন্ধ
যম,	উপরম,	সংযমন,	,,
নম,	নম্রতা,	নাম,	,,
গম,	গতি,	গমন,	,,
ক্ষম,	সহন,	ক্ষমা,	ম,
ক্রম.	পাদবিক্ষেপ,	আক্রমণ,	উ,
কম	কান্তি	কাম	উ.
বম	উদ্গিরণ	বমথু	টু
রম	ক্রীড়া	রমণ	উ
শম দম	উপশম	শমন দমন	উ
ভ্রম	অনবস্থান	ভ্রমণ	উ
শ্রম	খেদ	বিশ্রাম	উ
ক্লম	গ্লানি	ক্লম	উ
ধ্বন	শব্দকরণ	ধ্বনি	,,
রণ		রণ	,,
বল		বলন	,,
পণ	ব্যবহার	পণ	,,
হন	হিংসা	হনন	,,
মন	বোধ	মনন	উ

ধাতু.	অর্থ,	ভাববাচক পদ	অনুবন্ধ
ধন	জীবনোপযোগক্রিয়া	ধান	,,
জন	উৎপত্তি	জনন	,,
অন	প্রাণন	প্রাণ	,,
কচ	বন্ধন	কচন	,,
পচ	পাক	পচন	ডু, ষ,
বচ	ভাষণ	উক্তি	,,
ত্বচ	সম্বরণ	ত্বচন	,,
রচ	রচনাকরণ	রচন	,,
লড	বিলাস	লড়ন	,,
অগ	বক্রগতি	অগন	,,
খল,	চলন	খলন	,,
স্খল,	চলন	স্খলন	,,
অল,	ভূষণ,	অলন,	ঞ,
জল,	জীবনোপযোগ,	জলন,	,,
চল,	কম্পন,	চলন,	,,
জ্বল,	দীপ্তি,	জ্বলন,	,,
কল,	সংখ্যান,	সঙ্কলন,	,,
চর,	গতি,	চরণ,	,,
জ্বর,	রোগ,	জ্বর,	,,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
কষ,	সিংহ্,	কষণ,	,,
ঝষ,		ঝষণ,	,,
লষ,	কান্তি,	অভিলাষ,	,,
পত,	গতি,	পতন,	,,
পথ,		পাথ,	,,
প্রথ,	প্রখ্যান,	প্রথা,	,,
চত,	যাচন,	চতন,	,,
যত,	প্রযত্ন,	যত্ন,	ঞি,
লভ,	প্রাপ্তি,	লাভ,	ডু, ষ,
তন,	বিস্তার,	সন্তান,	উ,
বন,	যাচন,	বতি,	উ,
গ্রহ,	উপাদান,	গ্রহণ,	,,
লল,	ঈপ্সা,	লালন,	,,
কথ,	বাক্যপ্রবন্ধন,	কথন,	,,
রস,	আস্বাদ,	রসন,	,,
অথ,	পাপ করণ,	অথ,	,,
গ্লৈ,	হর্ষক্ষয়,	গ্লানি,	,,
ম্লৈ,	অঙ্গকান্তিক্ষয়,	ম্লান,	,,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
কৈ,		কান,	,,
গৈ,	শব্দ,	গান,	,,
রৈ,		রান,	,,
দে,	পালন,	দান,	,,
ত্রৈ,		ত্রাণ,	,,
ধে,	পান,	ধান,	ট
ধ্যৈ,	চিন্তা,	ধ্যান,	,,
শ্রৈ,	পাক,	শ্রাণ,	,,
ক্ষৈ,		ক্ষাণ,	,,
জৈ,	ক্ষয়,	জান,	,,
শৈ,		শান,	,,
শো,	তনুকরণ,	শান,	,,
ষো,	অবসান ক্রিয়া,	সায়,	,,
পৈ,	শোষণ,	পান,	,,
বৈ,		বান,	,,
ছো,	ছেদন,	ছান,	,,
দো,	অবখণ্ডন,	অবদান,	,,

ইকারানুবন্ধ ধাতু।

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
ইদি,	পরমৈশ্বর্য্য,	ইন্দন,	ই
নিদি,	কুৎসা,	নিন্দা,	ই
চদি,	দীপ্তি,	চন্দন,	ই
নদি,	সমৃদ্ধি,	নন্দন,	ই
ক্রদি,	রোদন,	ক্রন্দন,	ই
লঘি,	শোষণ,	লঙ্ঘন,	ই
দঘি,	পালন,	দঙ্ঘন	ই
শিঘি,	আঘ্রাণ,	শিঙ্ঘন,	ই
লাছি,	লক্ষণ,	লাঞ্ছন,	ই
বাছি,	ইচ্ছা,	বাঞ্ছা,	ই
উছি,	শস্য শেষাপহরণ,	উঞ্ছা,	ই
খজি,	গতি বিকলতা,	খঞ্জন,	ই
বদি,	অভিবাদন,	বন্দনা,	ই
কুড়ি,	বৈকুল্য,	কুণ্ড,	ই
মড়ি,	ভূষা,	মণ্ডন,	ই
মুড়ি,	বীত লোমকরণ,	মুণ্ডন,	ই

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
গড়ি,	বদনৈক দেশ,	গণ্ড	ই
ভড়ি,	পরিহাস,	ভণ্ড,	ই
তড়ি,	তাড়ন,	বিতণ্ডা,	ই
পড়ি,	গতি,	পণ্ড,	ই
খড়ি,	মন্থ,	খণ্ড,	ই
শকি,	শঙ্কা,	আশঙ্কা,	ই
অকি,	লক্ষণ,	অঙ্ক,	ই
চিতি,	ধ্যান,	চিন্তা,	ই
যত্রি,	সঙ্কোচন,	যন্ত্রনা,	ই
মত্রি,	গুপ্ত ভাষণ,	মন্ত্রনা,	ই
পচি,	বিস্তার রচন,	পঞ্চন,	ই
অতি,	বন্ধন,	অন্ত,	ই
লিগি,	চিত্রী করণ,	লিঙ্গ,	ই
তসি,	অলঙ্কার,	অবতংস,	ই
কসি,	ধ্বংসন,	কংস,	ই
চুবি,	বক্ত্রসংযোগ,	চুম্বন,	ই
লবি,	অবিস্রংসন,	অবলম্বন,	ই
কাক্ষি,	আকাঙ্ক্ষা,	কাঙ্ক্ষা,	ই

আকারান্ত ধাতু।

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
দা,	দান করণ,	সম্প্রদান,	,,
রা,	দান করণ,	রান,	,,
খ্যা,	প্রকথন,	ব্যাখ্যা,	,,
পা,	পান,	পান,	,,
প্রা,	পূরণ,	প্রাণ,	,,
পা,	রক্ষা করণ,	পালন,	,,
ভা,	দীপ্তি,	প্রভা,	,,
মা,	পরিমান,	মান,	,,
ধা,	ধারণ,	নিধান,	ডু
স্থা,	গতিনিবৃত্তি,	স্থান,	,,
ধ্মা,	শাব্দোৎপত্তি হেতু,	ধ্মান,	,,
ঘ্রা,	গন্ধোপাদান,	আঘ্রাণ,	,,
দ্রা,	পলায়ন,	নিদ্রা,	,,
দা,	ছেদন,	দান,	,,
প্সা,	ভক্ষণ,	প্সান,	,,
হা,	ত্যাগ,	হানি,	,,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ,	অনুবন্ধ
বা,	বায়ুগতি,	বান,	,,
স্না,	সৌচ,	স্নান,	,,
জ্ঞা,	বোধ,	জ্ঞান,	,,
যা,	প্রাপন,	প্রয়ান,	,,

সংযোগান্ত ধাতু।

মন্থ,	বিলোড়ন,	মন্থন,	,,
পুষ্প,	বিকসন,	পুষ্প,	,
অর্চ্চ,	পূজা,	অর্চ্চনা,	,,
মূর্চ্ছ,	মোহ,	মূর্চ্ছা,	,,
অর্জ্জ,	লাভ,	অর্জ্জন,	,,
ভর্জ্জ,	ভর্ৎসন,	ভর্জ্জন,	,,
গর্জ্জ,	শব্দকরণ,	গর্জ্জন,	,,
জল্প,	ব্যক্তবাক্য,	জল্পনা,	,,
ইর্ষ্য,	হিংসাবিশেষ,	ইর্ষ্যা,	,,
চেষ্ট,	যত্ন,	চেষ্টা,	
রঞ্জ,	রাগ,	রঞ্জন,	,,

ধাতু,	অর্থ,	ভাববাচক পদ.	অনুবন্ধ
লক্ষ.	দর্শন,	লক্ষণ,	,,
যক্ষ,	পূজা.	যক্ষণ,	,,
অর্থ,	যাচন,	প্রার্থনা,	,,
সূত্র,	অববেষ্টন.	সূত্র.	,,
মূত্র,	প্রস্রবণ,	মূত্র.	,,
চিত্র,	চিত্রী করণ.	চিত্র	,,
দণ্ড,	দণ্ড করণ,	দণ্ড,	,,
শুদ্ধ,	শুদ্ধি,	শুদ্ধন,	,,
বন্ধ,	বন্ধন,	প্রবন্ধ,	,,
ঘূর্ণ,	ভ্রমণ,	ঘূর্ণন.	,,
বর্ণ.	বর্ণন.	বর্ণনা,	,,
ভিক্ষ,	যাচন.	ভিক্ষা.	,,
ঈক্ষ.	দর্শন.	নিরীক্ষণ.	,,

ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সম্পূর্ণ।